ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

Class No. 182Mb
Book No. 900·6

N. L. 38.
MGIPC—S1—12 LNL/58—23-5-58—50,000.

NATIONAL LIBRARY
No. Imp 4238
DATE 18/9/59
CALCUTTA

ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক*

("কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"।)

ইংরাজ আবির্ভাবের পর কোন্‌খানি সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয়-লিখিত প্রাচীন মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক, তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে দীনেশ বাবুর নবপ্রকাশিত বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে (*History of Bengali Language and Literature*, 1911, p. 848) হালহেদের ব্যাকরণের (১৭৭৮ খ্রীঃ অঃ) পূর্ব্বে অন্য কোন গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার সম্পাদিত বিশ্বকোষ গ্রন্থে 'বঙ্গসাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে বেণ্টো-রচিত প্রশ্নোত্তরমালা সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত পুস্তক বলিয়া অনুমান করিয়াছেন এবং ইহার রচনা-কাল ১৭৬৫ খ্রীঃ অঃ, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি মাঘ, ১৩২২ সালের প্রতিভা পত্রিকায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, নগেন্দ্রবাবুর অনুমান নিতান্ত অমূলক এবং তাঁহার নির্দ্ধারিত তারিখও নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

বেণ্টো বা হালহেদের বহু পূর্ব্বে কতগুলি ইউরোপীয়-লিখিত পুস্তক ও পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রিয়ারসন্ এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নালের দুইটি প্রবন্ধে † দেখাইয়াছেন যে, ১৭৬৫ খ্রীঃ অঃ প্রকাশিত চেম্বার্লেন (Chamberlayne) ও উইলকিন্‌স (Wilkins) সঙ্কলিত সিলোগ (*Sylloge*) নামক পুস্তকে তথাকথিত বাঙ্গালা ভাষায় যীশুখ্রীষ্টের প্রার্থনার (Lord's Prayer) একটি অনুবাদ আছে এবং ইহাই বোধ হয়, ইউরোপীয় লেখকের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা রচনা। এই পুস্তকে প্রায় ২০০ বিভিন্নদেশীয় ভাষায় উক্ত প্রার্থনার অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং "বেঙ্গলিকা" ('Bengalica') শীর্ষক কোনও দুর্ব্বোধ্য ভাষায় একটি নমুনা পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে যে, এই অপরূপ অবোধ্য ভাষা বাঙ্গালা নহে, মলয়-দেশের (Malay) ভাষা এবং উইলকিন্‌স উক্ত গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও বাঙ্গালা ভাষার নমুনা না পাইয়া (তাঁহার বিশ্বাস, বাঙ্গালাভাষা লুপ্তপ্রায়!), বাঙ্গালা হরফে (প্রকৃত বাঙ্গালা হরফও নয়) মলয়ভাষার নমুনা দিয়াছেন। গ্রিয়ারসন্ তাঁহার *Linguistic Survey* (Calcutta, 1903, Vol V. pt i p. 23) গ্রন্থে আর এক-খানি পুস্তকের নাম করিয়াছেন। য়োহান্ ফ্রীডরিখ্ ফ্রিট্‌জ্ (Johann Friedrich Fritz) রচিত ওরিয়েন্টালিশ-উণ্ড-অক্‌সিডেণ্টালিশর স্প্রাখ্‌মাইষ্টার (*Orientalisch-und-Occi-dentalischer Sprachmeister*, Leipzic, 1748) নামক পুস্তকে তিনি জর্জ্জ জ্যাকব কার (Georg Jacob Kehr) প্রণীত 'আউরংকজেব' (Aurenckseb) নামধেয় একখানি

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ, ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† *Journal of the Asiatic Society, Bengal*, Vol. XLII, 1893, p. 42 ff and *Proceeding* of the Society, 1895, p. 89 ; vide also, Grierson, *Linguistic Survey*. Vol. V pt. I. p. 23.

প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের উল্লেখ পাইয়াছেন। কিন্তু এই আউরংকজেব-চরিত এখন একেবারে দুষ্প্রাপ্য এবং ইহার কোনও বিবরণ বা তারিখের ঠিকানাও পাওয়া যায় না।

এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত বা লুপ্ত রচনা ছাড়িয়া দিলেও, বাঙ্গালা দেশে পর্ত্তুগীজ আবির্ভাবের পর ইউরোপীয়-লিখিত আরও কতকগুলি গ্রন্থের অনুসন্ধান পাওয়া যায়। ১৫৩০ খ্রীঃ অঃ মধ্যে পর্ত্তুগীজগণ এই দেশে, বালেশ্বর হইতে চট্টগ্রাম, হুগলী হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত, বহু স্থলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং অষ্টাদশ খ্রীঃ অঃ মধ্যে পর্ত্তুগীজ ভাষা এই দেশের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছিল। কবিকঙ্কণেও 'ফিরাঙ্গি' জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং মার্শমান প্রভৃতি উনবিংশ খ্রীঃ অঃ প্রারম্ভেও পর্ত্তুগীজ ভাষাকে এই দেশের Lingua Franca বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদিও জলদস্যু ও বাণিজ্য-ব্যবসায়িগণের মধ্যে আমরা কোনও সাহিত্য বা পুস্তক রচনা আশা করিতে পারি না, তথাপি পর্ত্তুগীজ মিশনরীগণ এই প্রসঙ্গে অনেক কাজ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ১৬৬০ খ্রীঃ অঃ বার্ণিয়ে বাঙ্গালা দেশে "Jesuits and Augustins"দের কথা লিখিয়াছেন। (Bernier, *Travels*, Ed. Irving Brock, vol ii. p 184-5)। এই রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকগণ কেরী, মার্শমান প্রভৃতির বহু পূর্ব্বে যে বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে চর্চ্চা করিয়াছিলেন এবং এই ভাষায় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। * জেসুইট পাদরী মার্কস আণ্টনিও সাটুচি (Marcos Antonio Satuchi S. J) ১৬৭৯ হইতে ১৬৮৪ পর্য্যন্ত এই বাঙ্গালা মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন; তিনি এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন†— "পাদরীগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্যসাধনে বিরত নহেন; তাঁহারা এই দেশের ভাষা উত্তমরূপ শিখিয়াছেন; অভিধান, ব্যাকরণ, confessionary ও প্রার্থনাপুস্তক প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন; ইহার পূর্ব্বে এ সমস্ত কিছুই ছিল না।" পাদরী হস্টেন আর একখানি পুস্তকানুবাদের কথা জানাইয়াছেন। ‡ পাদরী ফ্রান্সিস ফারনান্দেজ (Francis Fernandez) সিরিপুর (Siripur) নামক বাঙ্গালার ("Bengalla") কোনও সহর (বোধ হয়, আধুনিক ঢাকার অন্তর্গত শ্রীপুর) হইতে ১৭ই জানুয়ারী ১৫৯৯ খ্রীঃ অঃ কোনও চিঠিতে লিখিয়াছেন যে, তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক এবং কথোপকথনচ্ছলে একটি ক্ষুদ্র ধর্ম্মজিজ্ঞাসাগ্রন্থ (Cate-

---

* সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের ফাদার হস্টেন এই সম্বন্ধে *Journal of Asiatic Society, Bengal* (Feb. 1911) ; *Bengal Present and Present* Vol. IX. pt. I. প্রভৃতি পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছেন; তাহা দ্রষ্টব্য।

† *O Christaa de Tissuary*, Goa, Vol II. 1867, p. 12. quoted by Hosten, S. J in *Bengal, Past and Present, Vol* IX. pt. I

‡ *Bengal, Past and Present.* July to Dec. 1910, p. 220, quoting *Extrait des Lettres du P. Nichola Pimenta*......Anvers, Trognese, 1601. see also Peirre Du Jarric, *Histoire des Indes Orientales.* 1610. pt IV. chap. XXIX to XXXIII. Also see *Relatio Historica de India Orientali.* Anno 1598-9. A. R. P. Nicalao Pimenta. Anno. MDCI.

chism) রচনা করিয়াছেন এবং পাদরী ডমিনিক ডি সুজা (Father Dominic De Souza) এই দুইটি পুস্তকই বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়াছেন। *Lettres Edifiantes** হইতে জানা যায় যে, পাদরী বার্‌বিয়েও (Father Barbier) একটি প্রশ্নোত্তরমালা পুস্তিকা (Catechism) বাঙ্গালায় রচনা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পরবর্ত্তী যুগের কেরী, মার্শমান প্রভৃতির ন্যায় এই সকল রোমান ক্যাথলিক পাদরীগণ এক অপরূপ পর্ত্তুগীজ-বাঙ্গালা-সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কত দূর এই চেষ্টা সফল হইয়াছিল, বলা যায় না। কারণ, এই সাহিত্যের কোন বেশী চিহ্নাবশেষ বা খোঁজখবর পাওয়া যায় না।

এই পর্ত্তুগীজ-বাঙ্গালা মিশনরী সাহিত্যের যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে তিনখানি প্রাচীন পাদরী-লিখিত পুস্তক অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। এই তিনখানি পুস্তকই ঢাকার নিকটবর্ত্তী ভাওয়ালের অন্তর্ভূত সেণ্ট নিকোলাস টলেণ্টিনো মিশনের ধর্ম্মাধ্যক্ষ মানোএল দা আসামসাও কর্ত্তৃক রচিত বা সম্পাদিত।

হষ্টেন সাহেব-লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ইহার প্রথম পুস্তকখানি একেবারেই পাওয়া যায় নাই ; তবে তিনি ইহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। ইহা খ্রীষ্টধর্ম্মবিষয়ক ধর্ম্মজিজ্ঞাসা-গ্রন্থ (Catechism of Christian Doctrine)। এক জন রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ও হিন্দু ব্রাহ্মণ (Bramene or Master of the Gentoos) এই উভয়ের মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে লিখিত এবং Francisco da Silva কর্ত্তৃক লিসবন নগরীতে ১৭৪৩ খ্রীঃ অঃ মুদ্রিত। ইহাতে খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্যান্য ধর্ম্মের ভ্রমসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে। কথিত আছে, বুস্‌না (ভূষণা ?) রাজ্য ধ্বংসের পর, বুস্‌নার কোন রাজপুত্র এই খৃষ্টান পাদরীদের আশ্রয়ে আসিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী এবং Don Antonio de Rozario এই নামে পরিচিত হন। নবগৃহীত ধর্ম্মের বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি বাঙ্গালা ভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তক আগষ্টিনিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালা মিশনের অধ্যক্ষ মানোএল দা আসামসাও (Manoel da Assumpcao) পর্ত্তুগীজ ভাষায় অনুবাদ করেন এবং বাঙ্গালা ও পর্ত্তুগীজ এই উভয় ভাষায় প্রকাশিত করেন। যদিও এই পুস্তক দুষ্প্রাপ্য, ইহার একখানি হস্তলিখিত কাপির খবর হষ্টেন সাহেব এভোরা (Evora) সাধারণ-পুস্তকালয়ে পাইয়াছেন।

দ্বিতীয় পুস্তকখানি উক্ত মানোএল দা আসামসাওর রচিত বাঙ্গালা-পর্ত্তুগীজ ব্যাকরণ-অভিধান। হষ্টেন সাহেব এ পুস্তক কোথাও খুঁজিয়া পান নাই, তবে গ্রিয়ার্সন (*Linguistic Survey* Vol, V.) ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন এবং ব্রিটিশ মিউজিয়াম পুস্তকালয়ের তালিকাতে আমি এই পুস্তকের উল্লেখ পাইয়াছি। গ্রিয়ার্সন এই গ্রন্থের পরিচয়-পত্র (Title page)† উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন ; তাহা হইতে জানা যায় যে, ইহা আগষ্টি-

---

* *Lettres Edifiantes et Curieu.* XIIIses. Nouvelle Ed. Paris. 1781, p. 278

† যথা : Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez, dividido em duas Partes

নিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতবর্ষস্থ মিশনের মানোএল দা আসামসাও কর্ত্তৃক রচিত ও লিসবন্ নগরীতে ১৭৪৩ খ্রীঃ অঃ প্রকাশিত। এভোরার আর্চ্চবিশপ Senhor D. F. Miguel da Tavoraর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এই পুস্তকখানি দুই ভাগে বিভক্ত—১ম ভাগ, বাঙ্গালা-পর্ত্তুগীজ অভিধান (পৃঃ ৪৭—৩০৬); ২য় ভাগ, পর্ত্তুগীজ-বাঙ্গালা অভিধান (পৃঃ ৩০৭—৫৭৭)। আরম্ভ হইতে ৪০ পৃঃ বাঙ্গালা ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ইহার সমস্তটা রোমান অক্ষরে মুদ্রিত এবং পর্ত্তুগীজ উচ্চারণের নিয়মানুসারে লিপ্যন্তর (Transliteration) করা হইয়াছে।

তৃতীয় পুস্তকখানি আমাদের অদ্যকার আলোচ্য গ্রন্থ। ইহা আমি এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।* এই পুস্তকের উল্লেখ আমি ১৩২২ সালের মাঘ মাসের 'প্রতিভা' পত্রিকায় করিয়াছিলাম এবং সেই সময় বর্ত্তমান প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদে প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু নানা কারণে এ পর্য্যন্ত এই প্রবন্ধ পাঠ বা মুদ্রণের কোনও ব্যবস্থা হয় নাই। ইতিমধ্যে সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের ফাদার হষ্টেন এই পুস্তক সম্বন্ধে *Bengal Past and Present* নবম খণ্ডে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমি এইরূপ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়ের নিকট অবগত হই। পরে হষ্টেন সাহেবের নিকট হইতে তাঁহার প্রবন্ধের এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধ রচনায় উপরোক্ত প্রবন্ধ হইতে কিছু কিছু উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা যথাস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার উপর দখল না থাকাতে হষ্টেন সাহেব শুদ্ধ পর্ত্তুগীজ অংশের উপর নির্ভর করিয়া এই পুস্তকের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষার দিক্ হইতে বেশী উপকারে লাগে না।

আলোচ্য গ্রন্থখানির নাম Crepar Xaxtrer Orth, bhed (কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ) বা Cathecismo da Doutrina Christaã।† গ্রন্থের মুখবন্ধ হইতে জানা যায় যে,

---

dedicado ao Excellent. e Rever. Senhor. D. F. Miguel de Tavora Arcebispo de Evora do Concelho dé Sua Magestade Foy Delegencia do Padre Fr. Manoel da Assumpcam Religioso Eremita da Santo Agostinho da Congregacao da India Oriental. Lisboa 1743.

* ফাদার হষ্টেনও এই এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিবরণ দিয়াছেন। (*Bengal, Past and Present* Vol. IX. pt i. p. 40.)

† এই স্থলে পুস্তকের পর্ত্তুগীজ মুখবন্ধ ও তাহার ইংরাজী অনুবাদ দেওয়া গেল ;—

Certifico eu Fr. Monoel da Assumpcaõ Reitor da Mis(si)o de S. Nicolao Tolentino, e (ac)tor deste Compendio ; (e)star O( ) Compendio tresladado ao pé (da) letra assim o Bengalla, como o (Po)rtugez ; e certifico mais ser es( ) Doutrina que os naturaes mais tendem, e entre todas a mais (pu)rificada de erros, em fé de que esta Certidaö, e se necessario a juro *In Verbo Sacerdotis.* Ba( )l. aos 28. de Agosto de 1734.

Translation—I, Fr. Manoel da Assumpcao, Rector of the Mission of S. Nicholas of Tolentino, and author of this compendium, certify that this compendium is translated literally

গ্রন্থকারের নাম Frey Manoel da Assumpcaô,* এবং ইহার রচনা ২৮শে আগষ্ট ১৭৩৪ খ্রীঃ অঃ সমাপ্ত হইয়াছিল। এই পর্ত্তুগীজ পাদরী গ্রন্থকার ও উপরোক্ত দুইটি পুস্তকের রচয়িতা বা সম্পাদক মানোএল যে এক ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা বইখানি খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাইয়াছি। প্রথম দুই একটি পৃষ্ঠা স্থলে স্থলে খণ্ডিত। গ্রন্থের পরিচয়-পত্র (Title page) নাই এবং মধ্যে অনেকগুলি পত্রেরও অভাব। ৩২ হইতে ৪৯, ১৫৪ হইতে ১৫৯, ৩২০ হইতে ৩৩৭ এবং ৩৭০ হইতে ৩৭৩ পৃষ্ঠা নাই। শেষ পত্রের সংখ্যা ৩৮০, কিন্তু এইখানেই গ্রন্থের সমাপ্তি নহে; শেষের অনেকগুলি পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কীটদষ্ট ও অসম্পূর্ণ হইলেও ছাপা অতি স্পষ্ট ও সুন্দর এবং এ হিসাবে কালের ক্রূর হস্ত বেশী কিছু অনিষ্ট করিতে পারে নাই।

বইখানি কোথা হইতে মুদ্রিত বা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, Title pageএর অভাব। তবে মানোএলের অন্যান্য পুস্তক যেরূপ লিসবন নগরীতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত, সম্ভবতঃ এ গ্রন্থখানিও সেইরূপ। এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকের তালিকাতে এই পুস্তকের প্রকাশস্থান 'Lisbon'? এইরূপ চিহ্নিত আছে; উক্ত পুস্তকাগারে এই পুস্তক বোধ হয়, March 3, 1845 (1875?) খৃঃ অঃ প্রথম অধিগত হয়; সে সময় ইহার Title page ছিল কি না, বলা যায় না। হষ্টেন সাহেব যাহার নিকট এই গ্রন্থকার সম্বন্ধে সংবাদ লইয়াছিলেন, তিনি ভ্যালাদলিদ নগরস্থ অগষ্টিন কলেজের ফাদার লোপেজ (Lopes) নামক কোনও পাদরী। লোপেজ বলেন যে, এই গ্রন্থের প্রকাশস্থান লিসবন এবং

---

into Bengali and Portuguese; and furthermore certify that it is the belief most liked by the natives and is most free from all errors; in truth of which I make this statement, and if it is necessary, I swear in the sacred words of the priest. Ba(wa)l. Aug 28, 1734.

হষ্টেন সাহেবের প্রবন্ধে ফাদার লোপেজ যে নোট পাঠান, তাহাতে এই পুস্তককে Abridgment of the Mysteries of Faith বা Compendio dos mistrios de fe এইরূপ বলা হইয়াছে এবং Ossinger (Bibl. Augustiniana p, 84) এই গ্রন্থকে "Cathecismus doctrinae christianae per modum dialogi." এইরূপ অভিহিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহার কোনটাই পুস্তকের নাম নহে, বর্ণনা মাত্র। আলোচ্য গ্রন্থের title-page না থাকিলেও, ২য় পৃষ্ঠা হইতে ৩৮০ পৃঃ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পৃষ্ঠার উপরিভাগে এক দিকে কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ, অন্য দিকে Cathecismo da Doutrina Christaa, এই নাম স্পষ্টাক্ষরে রহিয়াছে। ফাদার পেরেনের সংস্করণে (১৮৩৬) "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" এই নামই গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও কার্ত্তিক সংখ্যার মানসী পত্রিকার অমূল্যবাবু যে এই পুস্তককে Compendio dos misterios de fa বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহা সমীচীন নহে।

* যাঁহারা বলেন যে, এই পুস্তকের পর্ত্তুগীজ অংশ St. Xavier রচিত, তাঁহাদের অনুমান নিতান্ত অমূলক বলিয়াই মনে হয়। আলোচ্য গ্রন্থ যখন রচিত হইয়াছিল, তখন Francis Xavier বহু কাল Saint হইয়াছেন এবং পুস্তকের মধ্যেই Xavierএর জীবনের একটি গল্প পাওয়া যায়। চন্দন নগরের সংস্করণে গেরেন সাহেব লিখিয়াছেন, ইহার রচয়িতা Manoel da Assumpcao। তদ্ভিন্ন Burnell, *Tentative List of Portuguese Books & Manuscripts*, Mangalore, 1880, এবং ফাদার লোপেজের নোটে উদ্ধৃত পুস্তকসমূহ দ্রষ্টব্য।

ইহার তারিখ ১৭৪৩। ইহার সমর্থনে তিনি নিম্নোদ্ধৃত পুস্তকসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—Barbosa Machado, *Bibliotheca Lusitana Historica Critica e Chronologica*, t. III. p. 183; Ossinger, *Bibliotheca Augustiniana*, p, 84; Da Cunha Rivara, *Catalogo dos Manuscriptos da Bibliotheca Publica Eborense* t. I. p. 345 : Silva, *Diccionario Bibliographico Portuguez*, t. v. p. 367 ; ইত্যাদি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ সকল পুস্তক এখানে দুষ্প্রাপ্য। বারনেল (Burnell) তাঁহার *Tentative List of Portuguese Books & Manuscripts*, 1880, গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত Machado ও Ossingerএর উপর নির্ভর করিয়া ইহার তারিখ ১৭৪৩ ও প্রকাশস্থান লিসবন্ দিয়াছেন। এই সমস্ত হইতে অনুমান করা যায় যে, যদিও এই পুস্তক ১৭৩৪ খৃঃ অঃ রচিত, কিন্তু ইহার প্রকাশকাল বোধ হয় ১৭৪৩।

পুস্তকের মুখবন্ধে যে স্থলে রচনাস্থান নির্দ্দেশ ছিল, সেখানটি কীটদষ্ট ; শুধু Ba( )l, এইরূপ পাঠোদ্ধার করিতে পারা যায়। তবে গ্রন্থের তৃতীয় পৃষ্ঠায় Baval ও Nagori এই দুই স্থলের উল্লেখ আছে। অনুমান করা যায়, ইহা আধুনিক ঢাকার অন্তর্গত নাগরী, ভাওয়াল, এবং হষ্টেন সাহেব এই অনুমান সমর্থন করিয়াছেন। ভাওয়ালে যে পূর্ব্বকালে এক পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি এবং তাহার প্রমাণের অভাব নাই। হষ্টেন সাহেবের বিবরণ (*Bengal Past and Present* Vol IX, pt i, p 4 *ff*) এবং Lettres Edifiantes হইতে জানা যায় যে, সেখানে St Nicholas of Tolentinoর একটি গির্জ্জা ও মিশন ছিল ; ইহা অগষ্টিনিয়ান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক স্থাপিত। তাভার্ণিয়ে (Tavernier) তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে ঢাকার নিকটে এইরূপ একটি গির্জ্জার উল্লেখ করিয়াছেন।* আলোচ্য পুস্তকের গ্রন্থকার মুখবন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি St. Nicholas Tolentino Missionএর Rector বা অধ্যক্ষ ছিলেন এবং বাঙ্গালা-পর্ত্তুগীজ অভিধান হইতে জানা যায় যে, তিনি অগষ্টিনিয়ান ধর্ম্মযাজক। আধুনিক সময়েও শুনিয়াছি যে, উক্ত ভাওয়ালের নিকটে St, Nicholas of Tolentino Missionএর পুরাতন গির্জ্জা ও অনেক পর্ত্তুগীজ খৃষ্টানের বসতি আছে।† তার পর গ্রন্থের ভাষা যে পূর্ব্ববঙ্গীয়, তাহা আমার বন্ধু সুনীতি বাবু তাঁহার প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে, নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই গ্রন্থ ঢাকা ভাওয়ালে রচিত।

গ্রন্থকার সম্বন্ধে বেশী কিছু জানা যায় না। উল্লিখিত মুখবন্ধ হইতে জানা যায় যে, মানোএল, Missio de S Nicolao Tolentino নামক মিশনের রেক্‌টর বা কর্ত্তা ছিলেন। এই মিশন অগষ্টিনিয়ান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক স্থাপিত। এই Manoel যদি পর্ত্তুগীজ ব্যাকরণ-অভি-

---

* Tavernier, *Travels*, Ed. V. Ball. London, 1889. Vol. I. p. 128.

† হষ্টেন সাহেবের প্রবন্ধ হইতে জানা যায় যে, 'কৃপার শাস্ত্রে' যে সমস্ত গান আছে, তাহা এখনও উক্ত গির্জ্জার গীত হইয়া থাকে।

খানের রচয়িতার সহিত এক ব্যক্তি হন, তাহা হইলে উক্ত গ্রন্থের পরিচয়-পত্র হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে, তিনি আগষ্টিন সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন (Padre Fr. Manel da Aesрumpcao Religioso Eremita da Santo Agostinho Congregacao da India Oriental)। হষ্টেন সাহেব লিখিয়াছেন, মানোএল পোর্ত্তুগাল অন্তর্ব্বর্ত্তী এভোরার (Evora) অধিবাসী এবং ১৭৪২ খৃঃ অঃ এই মিশনের Rector পদ প্রাপ্ত হন। শেষোক্ত কথাটি যদি ঠিক হয়, তবে ১৭৩৪ খ্রীঃ অঃ মানোএল কিরূপে আপনাকে উক্ত মিশনের Rector বলিয়া মুখবন্ধে পরিচয় দিলেন, তাহা বুঝা যায় না।

গ্রন্থখানির নাম হইতে বোঝা যাইতেছে যে, ইহার আলোচ্য বিষয় খ্রীষ্টধর্ম্ম। ভাওয়াল অভিমুখে গমন উপলক্ষ্য করিয়া গুরুশিষ্যের মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে খৃষ্টধর্ম্মের বিবৃতি, এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। বইখানি বাঙ্গালা ও পর্ত্তুগীজ—এই উভয় ভাষাতেই রচিত; বাম দিকের পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা ও ডান দিকের পৃষ্ঠায় পর্ত্তুগীজ। বাঙ্গালা অংশ রোমান অক্ষরে মুদ্রিত (তখন বাঙ্গালা হরফ ছিল না) এবং কথাগুলি প্রায়ই পর্ত্তুগীজ উচ্চারণের নিয়মানুসারে বানান করা হইয়াছে। কিন্তু নিয়ম যে সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় নাই এবং বানান যে সব স্থলে বিশুদ্ধ নহে, তাহা বলা বোধ হয় বাহুল্য। পূর্ব্বোক্ত বাঙ্গালা-পর্ত্তুগীজ ব্যাকরণ-অভিধানও এই নিয়মে মুদ্রিত। এই Transliteration বা লিপ্যন্তর-পদ্ধতি সম্পূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক এবং কেরী, জোন্‌স প্রভৃতির পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক পুরাতন। এই হিসাবে ইহা সুধীগণের আলোচ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুহৃদ্বর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ইহার ভাষা ও লিপ্যন্তর-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন; সুতরাং এ বিষয়ে আমার কোন কথা বলা বাহুল্য।

বইখানি যত দূর আমরা পাইয়াছি, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ বা Puthi I এর নীচে লেখা আছে, Xo(col …) oner ortho, ebong Prothoqhie prothoqhie buzhan [স(কল…) অনের অর্থ এবং প্রথথ্যে প্রথথ্যে (পৃথক্ পৃথক্) বুঝান]। ইহা আবার কয়েক অধ্যায়ে বিভক্ত—অধ্যায়ের নাম Tazel.

Tazel I. (পৃঃ ২—১৮)—Xidhi crucer orthobhed (সিদ্ধি ক্রুসের অর্থভেদ)*
Sign of the cross.†

Tazel II (পৃঃ ১৮—)—Pitar poron, ebong tahan ortho (পিতার পড়ন এবং তাহান্ অর্থ)। Of our father and Explantion thereof.

Tazel III (পৃঃ—৭৬)—এই অংশ খণ্ডিত; সুতরাং কোথা হইতে এই অধ্যায় আরম্ভ এবং ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় কি, তাহা জানা যায় না। Hail Mary ও Rosaryর কথা আছে।

---

* বাঙ্গালা অক্ষরে লিপ্যন্তর এই লেখকের, গ্রন্থকারের নহে।

† ইহা পর্ত্তুগীজ অংশের অনুবাদ; কেবল প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝাইবার জন্ম দেওয়া গেল। ইহা গ্রন্থকারের নহে।

Tazel IV (পৃঃ ৭৬—১৩৬)—Mani xottio Niranzon, Axthar chodo bhed ebong Tabandiguer ortho (মানি সত্য নিরঞ্জন, আস্থার চৌদ্দ ভেদ এবং তাহান্‌দিগের অর্থ)। The Creed and Articles of Faith and Explanation thereof.

Tazel V (পৃঃ ১৩৬—২৪৪)—Dos Agguia, ebong tahandiguer ortho (দশ আজ্ঞা এবং তাহান্‌দিগের অর্থ)। Of Ten Commandments and Explanation thereof.

Tazel VI (পৃঃ ২৪৪—২৭২)—Pans agguia, ebong tahandiguer ortho (পাঁচ আজ্ঞা এবং তাহান্‌দিগের অর্থ)। Of Five Commandments and Explanation thereof.

Tazel VII (পৃঃ ২৭২—৩১৩)—Xat Sacramentos, ebong Tahandiguer ortho (সাত সাক্রামেণ্টোস্ এবং তাহান্‌দিগের অর্থ)। Seven Sacraments and Explanation thereof.

দ্বিতীয় ভাগ ৩১৪ পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ ও ৩৮০ পৃষ্ঠায় অসম্পূর্ণ অবস্থায় শেষ। এই ভাগে প্রার্থনা ও খ্রীষ্টানদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। (Poron Xaxtro xocol, ar ze uchit zanite xorgue zaibar, পড়ন শাস্ত্র সকল, আর যে উচিত জানিতে স্বর্গে যাইবার)। ইহার মধ্যে দুইটি অধ্যায় বা Tazel আছে। যথা—

Tazel I (পৃঃ ৩১৪—৩৫৬)—Axthar bhed bichar xotto coria xiqhibar xiqhaibar upae toribar (আস্থার ভেদ বিচার, সত্য করিয়া শিখিবার শিখাইবার উপায় তরিবার।) Mystries of the Faith.

Tazel II (পৃঃ ৩৫৬ ৩৮০ অসম্পূর্ণ)—Paron Xaxtro niralá [পড়ন শাস্ত্র নিরালা (?)] Prayer of the Doctrine.

Tazel I এর মধ্যে আবার ৩৪৮ পৃষ্ঠায় একটি গান আছে। এই অংশটির উপরে পর্ত্তুগীজ ভাষায় লিখিত আছে,—Cantiga sobre os mysterios de fe; ortho bheder dhormo guit (অর্থভেদের ধর্ম্মগীত)। পুনরায় ৩৫৩ পৃষ্ঠায় সদ্যোজাত বালক যীশুর উদ্দেশ্যে আর একটি গান আছে; Cantiga Ao Menino Jesus. Recem nacido; Baloq Jesuzer guit zormo xttane xoia (বালক যেসুসের গীত জন্ম স্থানে হইয়া)।

এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনার সামর্থ্য আমার নাই এবং বোধ হয়, তাহার প্রয়োজনও নাই; কারণ, আলোচ্য বিষয়ের সৌকুমার্য্যের জন্য এই পুস্তকের দাম নহে, বরং উহাতে পুরাতন "খৃষ্টানী" বাঙ্গালার যে নমুনা পাওয়া যায়, তাহার একটু পরিচয় সাহিত্য-সমালোচকের নিকট বেশী মূল্যবান্। ইহাই বোধ হয়, খ্রীষ্টানী বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম নমুনা

কেরীর "ধর্ম্মপুস্তকে"র অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের এই বাঙ্গালা যে শুধু কৌতুকপ্রদ, তাহা নহে, বাঙ্গালা গদ্যের ইতিহাসেও ইহার স্থান উপেক্ষণীয় নহে। ইহার ভাষাও নিতান্ত নিন্দনীয় নহে; কেরীর "ধর্ম্মপুস্তকে"র ভাষা হইতে অনেক গুণে উৎকৃষ্ট। নিয়ে ইহার কতকগুলি নমুনা দেওয়া গেল। প্রথম উদ্ধৃত স্থানটি গ্রন্থের আরম্ভ হইতে লওয়া।

Puthi I.

Xo(col···) oner ortho, ebong Prothoquie prothoqhie buzhan. (১)

Tazel I.

Xidhi crucer orth bhed. (২)

(G) Guru. (৩)

X. xixio. (৪)

X. Puzio houq xidhi poromo N(ir)mol dhormo. (৫)

G. Tini tomare axirbad deuq, ebong tomare bhalo coruq : aixo, Pola, tomi quetta ? (৬)

X. Ami christaö, Poromexorer crepae. (৭)

G. Cothae zao. (৮)

X. Barite zai. (৯)

G. Tomar bari cothae ? (১০)

X. Baval dexé : ami tomar raioto : Nagorité boxí. (১১)

---

(১) স(কল) অনের অর্থ এবং প্রথথ্যে প্রথথ্যে [পৃথক্ পৃথক্] বুঝান।

(২) সিদ্ধি ক্রুশের অর্থভেদ।

(৩) গুরু।

(৪) শিষ্য।

(৫) পুজ্যা হউক সিদ্ধি পরম নির্ম্মল ধর্ম্ম।

(৬) তিনি তোমারে আশীর্ব্বাদ দেউক, এবং তোমারে ভাল করুক : আইস, পোলা, তুমি কেটা ?

(৭) আমি খ্রীষ্টাও, পরমেশ্বরের কৃপায়।

(৮) কোথায় যাও ?

(৯) বাড়ীতে যাই।

(১০) তোমার বাড়ী কোথায় ?

(১১) বাঙ্গাল দেশে, আমি তোমার রাইয়ত, নাগরীতে বসি।

G. Amitó xeqhané zai : amar xougné aixó : amitó ortho bhed buzhaibo, tomito buzhiba. (১).

X. Ze agguia : cholo zai. (২)

G. Tomi ni axthar nirupon zanó ? (৩)

X. Tthacur, quissu xonilam gurur casse, tomito ziguiaxa coro ; amito utor dibo z(emot) poromexor loaen. (৪)

G. (Tobe) zigniaxá cori : coho, cothae ho(te pailá) christaor nam ? (৫)

X. Christoe hoté. (৬)

G. Con xomoe pailá christaor nam ? (৭)

X. Baptismor xomoe. (৮)

G. Christaor nixan qui ? (৯)

X. Xidhi crux. (১০)

G. Coro deqhí. (১১)

X. xidhi crucer + siniote ; Roqhia coro poromexor, + amardiguer Tthacur ; Amardiguer + xotre hote. (১২)

---

(১) আমি তো সেখানে যাই, আমার সঙ্গে আইস, আমি তো অর্থভেদ বুঝাইব, তুমি তো বুঝিবা।

(২) যে আজ্ঞা, চল যাই।

(৩) তুমি নি আস্থার নিরূপণ জানো?

(৪) ঠাকুর, কিছু শুনিলাম গুরুর কাছে, তুমি তো জিজ্ঞাসা করো, আমিতো উত্তর দিব, যে(মত) পরমেশ্বর, লয়ায়েন।

(৫) তবে জিজ্ঞাসা করি, কহ কোথায় হ'তে পাইলা খ্রীষ্টাওর নাম?

(৬) খ্রীষ্টই হতে।

(৭) কোন্ সময়ে পাইলা খ্রীষ্টাওর নাম?

(৮) বাপ্তিসমর সময়ে।

(৯) খ্রীষ্টাওর নিশান কি?

(১০) সিদ্ধি ক্রুশ।

(১১) করো দেখি।

(১২) সিদ্ধি ক্রুশের + চিহ্নতে ; রক্ষা কর পরমেশ্বর, + আমারদিগের ঠাকুর ; আমারদিগের + শত্রু (?) হতে।

Pitar nam. (১)
(ebong) Putrer. (২)
(ebong) Espirito Santo. (৩)
(Amen) Jesus. (৪)

G. (Qu)eno cor(ilo) (xidhi c)rux copalé ? (৫)

X. Zenó Poromexor ghuchauq amar xocol mondó colponá. (৬)

G. Queno corilá xidhi crux muqhé ? (৭)

X. Zeno Poromexor ghuchauq amar xocol mondó cotha (৮)

G. Queno corilá xidhi crux buqhe ? (৯)

X. Zenó Poromexór ghuchauq amar ze mondo carzio prane thaquia zorme. (১০)

মধ্যে মধ্যে উপদেশচ্ছলে গল্পের অবতারণা আছে। নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া গেল। ইহা হইতে লেখকের গদ্যরচনা ও গল্পলিখনভঙ্গীর বেশ নমুনা পাওয়া যাইবে। গল্পটি কৌমার্য্য বা জিতেন্দ্রিয়তার প্রশংসা।

Moncadá xuhoré eq gorib maiha ocumari assiló, tahar nam Ignex, xei maiha, eq din Valencia xuhoré guelo xag torcarí bexibar caron. Xag torcari bexia dhormo ghore guelo. Xidha Vincenté Ferreira xiqha diló. Xidhi Teclar purob assiló xidhi Tecla ocumarí hoiló; e caron xidha Vincente zitendrier gun buzhailen, eha xonia Ignex xidhar cotha pranété raqhiló; ocumari rohibar xottio manou coriló, ebong ocumari rohiló. Emot phiquir coria aponer ghore guelo. Oneq punió corité laguilo. Pitamatar taharé bibhao dite chahiló. Ignex bibhao hoite chahiló na : cohiló, amar batar Poromexor ; amar ar cono bibhao nahi. Eha diqhia pita mata bal coria

---

(১) পিতার নাম।
(২) এবং পুত্রের।
(৩) এবং এসপিরিতো সান্তো।
(৪) আমেন যেসুস্।
(৫) কেন করিলা সিদ্ধি ক্রুশ কপালে ?
(৬) যেন পরমেশ্বর ঘুচাউক আমার সকল মন্দ কল্পনা।
(৭) কেন করিলা সিদ্ধি ক্রুশ মুখে ?
(৮) যেন পরমেশ্বর ঘুচাউক আমার সকল মন্দ কথা।
(৯) কেন করিলা সিদ্ধি ক্রুস বুখে(ক) ?
(১০) যেম পরমেশ্বর ঘুচাউক আমার যে মন্দ কার্য্য প্রাণে থাকিয়া ;জর্ম্মে [জন্মে]।

bibhao dite chahilo; Ignex bibhao no hoibar malhar caporr ghoxaiá mordur caporr pindia palaiá guelo ; boner moidhe lucaiá rohiló ; bonobaxi hoiló ; eq unchó parbaté baxot coriló ; xeqhané oneq dugh pailo ; caporer dugh ; xiter dugh, gormir dugh, quidar dugh, tiraxer dugh, ar ar zato dugh xocoli pailó, oneq prachit coriló. Meguer zol o boner gax o qhaito, emot prachit coria cori bosser banxiló ; cori bosserer por poromexorer crepaté moriló ; ebong xorgue guia zitendrier bhog pailó, xidhi hoiló. Tahan nam Ignex de Moncadà. (pp. 206-7)।*

নিম্নোক্ত গল্পটিতে "ভূত ছাড়াইতে" ক্রুশের কিরূপ ক্ষমতা, তাহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

G. Boro Axchorzio cotha cobila ; emat hoe : Ar coho ; Xidhi crux corile Bhuter cumoti ni dur zae ?

X. Hoe ; Bhuter cnmati durzae ebong Bhute o polae. Ehi xonsar proman xono.†

---

* মন্‌কাদা সুহরে (সহরে) এক গরিব মাইয়া অকুমারী আছিল। তাহার নাম ইগ্‌নেস্, সেই মাইয়া এক দিন ভালেন্‌সিয়া সুহরে গেল শাগ তরকারী বেচিবার কারণ। শাগ তরকারী বেচিয়া ধর্ম্মঘরে গেল। সিদ্ধা ভিন্‌সেন্তে ফেরিরা শিক্ষা দিল। সিদ্ধি তেকলার পরব (পর্ব্ব) আছিল; সিদ্ধি তেকলা অকুমারী হইল; এ কারণ সিদ্ধা ভিন্‌সেন্তে জিতেন্দ্রিয়ের গুণ বুঝাইলেন, এহা শুনিয়া ইগ্‌নেস সিদ্ধার কথা প্রাণেতে রাখিল, অকুমারী রহিবার সত্য মনন করিল, এবং অকুমারী রহিল। এমত ফিকির করিয়া আপনার ঘরে গেল। অনেক পুণ্য করিতে লাগিল। পিতামাতা(র) তাহারে বিবাহ (বিভাও) দিতে চাহিল, ইগ্‌নেস বিবাহ হইতে চাহিল না, কহিল, আমার ভাতার পরমেশ্বর; আমার আর কোন বিবাহ নাহি। এহা দেখিয়া পিতা মাতা বল করিয়া বিবাহ দিতে চাহিল, ইগ্‌নেস্ বিবাহ ন হইবার মাইয়ার কাপড় ঘুচাইয়া মরদের কাপড় পিন্দিয়া পলাইয়া গেল, বনের মধ্যে লুকাইয়া রহিল, বনবাসী হইল, এক উঁচ পর্ব্বতে বসত করিল, সেখানে অনেক দুখ (দুঃখ) পাইল। কাপড়ের দুখ, শীতের দুখ, গর্ম্মির দুখ, খিদার (ক্ষুধা) দুখ, তিরাশের (তৃষার) দুখ, আর আর যত দুখ সকলই পাইল, অনেক প্রাচিৎ (প্রায়শ্চিত্ত) করিল। মেঘের জল ও বনের ঘাসও খাইত, এমত প্রাচিৎ করিয়া কুড়ি বছর বাঁচিল, কোড়ি বছরের পর পরমেশ্বরের কৃপাতে মরিল, এবং স্বর্গে গিয়া জিতেন্দ্রিয়ের ভোগ পাইল, সিদ্ধি হইল। তাহান্ নাম ইগ্‌নেস্ দে মনকাদা।

† গু। বড় আশ্চর্য্য কথা কহিলা: এমত হয়: আর কহ: সিদ্ধি ক্রুশ করিলে ভূতের কুমতি নি দুর যায়?

শি। হোএ, ভূতের কুমতি দুর যায়, এবং ভূতেও পলায়। এহি সন্‌সার (?) প্রমাণ শোন।

Eq rahoal merir assilo ; tahare Bhute bazi dia cohiló ; tui zodi amar nophor hoite chahix, ami tore oneq dhon didam ; Racoale cohiló ; bhalo, tomar dax hoibo tomi amaré dhon dibá. Bhute cohilo : tobe amar golam hoile ; tor uchit nohe dhormo ghore zaite ; ebong xidhi crux ar codachitio coribi na, emot ze core xe amar golam ; ehi amar agguia, taha palon coribi ; emot zodi na corix, tomare boutthboutth taroua dibam. Raqhoale cohilo : Zaha agguia coro, taha coribo ; zodi emot na cori, tomar za iccha, xei hoibeq.

Oneq din obhagnia Raqhoale bhuter xacri coriló ; tahar por eq din munixio bol coria raqhoalque dhoria dhormo ghore loia guelo. Dhormo ghore eq Padri assilen, xei boro xadhu ; tini loq xocolere cohilen : Tomara raqhoaler upore xidhi crux coró. Emot loq xocole corilo. Taqhon bhute boró cord coria raqhoalerá oneq tarona dite laguilo. Eha deqhia Padre raqhoálque dhorilen, bhutere taroná dite mana corilen. Tobe Bhute ar o bex cord coria Padriré cohiló : Ehi monixió amar dax, amar agguia bhanguilo, taharé xaxtti dibar uchit ; tahare eria deo : na : tomare o xaxtti dibam. Padri cohilen : tahare eria dibo na ; amare zaha corite parix, taha coró. Tobé bhuté emot cumontro corilo, ze Padrir muqh beca hoilo. Eha deqhia loq xocolé dhore polaia guelo.

Toqhon Padri xidhi crux corilen ; ebong muqh xidhá hoilo. Tahar por ar crux corilen roqhoaler upore : ebong Crux coria Bhuté polaia gueló. Raqhoale o calax hoilo, calax hoia tahar xocol oporádh confessar corilo ; Nirmol dhormo o bhocti rupe loilo, ebong punorbar pailo, ze crepa haraiassilo pap coria.*

---

* এক রাহোয়াল (রাখাল) মেড়ির (ভেড়া) আছিল ; তাহারে ভূতে বাজি দিয়া কহিলো, তুই যদি আমার নফর হইতে চাহিস্, আমি তোরে অনেক ধন দিবাম। রাখোয়ালে কহিলো, ভাল, তোমার দাস হইব তুমি আমারে ধন দিবা। ভূতে কহিল, তবে আমার গোলাম হইলে, তোর উচিত নহে ধর্ম্ম-ঘরে যাইতে এবং সিদ্ধি ক্রুশ আর কদাচিতিও করিবি না, এমত যে করে, সে আমার গোলাম, এহি আমার আজ্ঞা, তাহা পালন করিবি ; এমত যদি না করিস, তোমারে বহুত বহুত তাড়না দিবাম। রাখোয়ালে কহিল, যাহা আজ্ঞা কর, তাহা করিব। যদি এমত না করি, তোমার যা ইচ্ছা, সেই হইবেক।

অনেক দিন অভাগ্য রাখোয়ালে ভূতের চাকরি করিলো, তাহার পর এক দিন মনুষ্য বল করিয়া রাখোয়ালকে ধরিয়া ধর্ম্মঘরে লইয়া গেল। ধর্ম্মঘরে এক পাদ্রী আছিলেন, সেই বড় সাধু ; তিনি লোক সকলেরে কহিলেন, তোমরা রাখোয়ালের উপরে সিদ্ধি ক্রুশ করো। এমত লোক সকলে করিল। তখন ভূতে বড়ো কোর্ধ (ক্রোধ) করিয়া রাখোয়ালেরা অনেক

Lord's Prayer বা গস্‌পেলবর্ণিত যীশুখ্রীষ্টের প্রার্থনার অনুবাদ দেওয়া গেল,—

Padre Nosso

Padar thoná

Pitá amardiguer, poromo xorgué assó: Tomar xidhi nameré xeba houq: Aixuq amardiguere tomar raizot ; tomar zé icha, xei houq ; zemon porthibité temon xorgué ; Amardiguer protidiner ahar amardiguere azica dió, Amardiguer corzó qhemo, zemoto amorá qhemí ; Amardiguer corzioré ; Amardiguere cumotité porrité na dio. Ar amardiguere xocol mondo hote roquiá coro. Amen Jesus. (p. 20)।*

পরিশেষে দুইটি গীত উদ্ধৃত করিয়া অত্রকার প্রবন্ধ মধুরেণ সমাপ্ত করিতে ইচ্ছা করি। প্রথমটি ধর্ম্মবিশ্বাসমূলক গীত, দ্বিতীয়টি বালক যীশুর উদ্দেশ্যে আনন্দপ্রকাশ।

G. Poromexor que zodi tomi paro cohibar
Tobe ami cohibó upae tomar ? (১)

তাড়না দিতে লাগিল। এহা দেখিয়া পাদ্রী রাখোয়ালকে ধরিলেন, ভূতেরে তাড়না দিতে মানা করিলেন। তবে ভূতে আরও বেশ ক্রোধ করিয়া পাদ্রীরে কহিলো, এহি মনুষ্যো আমার দাস, আমার আজ্ঞা ভাজিল, তাহারে শাস্তি দিবার উচিত, তাহারে এড়িয়া (?) দিও, না, তোমারেও শাস্তি দিবাম। পাদ্রী কহিলেন, তাহারে এড়িয়া দিব না, আমারে যাহা করিতে পারিস, তাহা করো। তবে ভূতে এমত কুমন্ত্রণ করিল, যে পাদ্রীর মুখ বেকা (বাঁকা) হইল। এহা দেখিয়া লোক সকলে ধরে (?) পলাইয়া গেল।

তখন পাদ্রী সিদ্ধি ক্রুশ করিলেন, এবং মুখ সিধা হইল। তাহার পর আর ক্রুশ করিলেন রাখোয়ালের উপরে, এবং ক্রুশ করিয়া ভূতে পলাইয়া গেলো। রাখোয়ালেও খালাস হইল। খালাস হইয়া তাহার সকল অপরাধ কন্‌ফেসার করিল ; নির্ম্মল ধর্ম্ম ও ভক্তিরূপে লইল, এবং পুনর্ব্বার পাইল, যে কৃপা হারাইয়াছিল পাপ করিয়া।

* পদার্থনা।

পিতা আমারদিগের, পরম স্বর্গে আছ : তোমার সিদ্ধি নামেরে সেবা হউক : আইসুক আমারদিগেরে তোমার রাজ্যৎ (রাজ্য) ; তোমার যে ইচ্ছা, সেই হউক : যেমন পোর (পৃ-থিবীতে তেমন স্বর্গে : আমারদিগের প্রতিদিনের আহার আমারদিগেরে আজিকা দিও : আমারদিগের কর্জ্জ ক্ষেমো, যেমত আমরা ক্ষেমি : আমাদিগের কর্জ্জরে : আমারদিগেরে কুমতিতে পড়িতে না দিও। আর আমারদিগেরে সকল মন্দ হ'তে রক্ষা কর। আমেন যেসুস্।

(১) পরমেশ্বর কে যদি তুমি পার কহিবার
তবে আমি কহিব উপায় তোমার ?

X. Eq poronó Tthacur xorbo corta xorbozon,
Xei trilôquer nath quehô nahi tahan xoman. (১)

G. Coto zon tini zodi tomi paro cohibar
Tabe ami cohibó que upac tomar? (২)

X. Tini tin zon : pita putro, Doeamoe,
Tin zon xotontor poromexor eq oi
Poromexor pita, putra poromexor,
Poromexor Doeamoe, tin zon xotontor.(৩) (p. 349)

Cantiga ao menino Jesus.
(Baloq Jesuzer guit zormo xttane oia) (৪)

He Baba Jesus
Baloq Nirmol
Bibi Mariar udorer
Xidhi dhomro phol.
Amar doear Jesus.
He baba Jesus
He xonar baba,
Tomaqué ami toi
Cori tomar xeba.
Amar doear Jesus (৫) ইত্যাদি। (p. 353)

---

(১) এক পরম ঠাকুর সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বজন,
যেই ত্রিলোকের নাথ কেহ নাহি তাহান্ সমান।

(২) কত জন তিনি যদি তুমি পার কহিবার
তবে আমি কহিব কি উপায় তোমার?

(৩) তিনি তিন জন, পিতা পুত্র দয়াময়,
তিন জন সতন্তর (স্বতন্ত্র) পরমেশ্বর এক হয়
পরমেশ্বর পিতা, পুত্র পরমেশ্বর
পরমেশ্বর দয়াময় তিনজন সতন্তর (স্বতন্ত্র)। ইত্যাদি।

(৪) বালক যেসুজের গীত জর্ম্ম স্থানে শুইয়া।

(৫) হে বাবা যেসুস্
বালক নির্ম্মল

পরিশেষে বক্তব্য যে, আমার বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে এই পুস্তকের প্রতি প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমার ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয় এই পুস্তক এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে আমার ব্যবহারের জন্য আনিয়া দিয়াছেন ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

শ্রীসুশীলকুমার দে

পরিশিষ্ট

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদের ১৮৩৬ খ্রীঃ অঃ মুদ্রিত একটি সংস্করণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি তিনি কলিকাতা ধর্ম্মতলা Sacred Heart of Jesus গির্জ্জার অন্যতম পাদরী Rev. Father L. Wanters S. J. এর নিকট হইতে পাইয়াছেন। ইহার টাইটেল্ পেজ নাই এবং ইহা মোট ১০৫ পৃষ্ঠায় "সমাপ্তং"। পুস্তকের নাম এইরূপ—"কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ"। হষ্টেন সাহেব এই সংস্করণের কথাও লিখিয়াছেন, (*Bengal, Past and Present* Vol IX. pt i. p, 59)। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ইহা ১৮৩৬ খ্রীঃ অঃ Father J. F. M. Guerin কর্ত্তৃক বাঙ্গালা হরফে সম্পাদিত। এই Father Guerin চন্দননগরের St. Louis' গির্জ্জার Vicar ছিলেন। শুধু

বিবি মারিয়ার উদরের
সিদ্ধি ধর্ম্ম ফল
আমার দয়ার যেসুস্।
হে বাবা যেসুস্
হে সোণার বাবা.
তোমাকে আমি তাই (?)
করি তোমার সেবা।
আমার দয়ার যেসুস্।

হষ্টেন সাহেব লিখিয়াছেন যে, গানটি এখনও ভাওয়াল গির্জ্জায় গীত হইয়া থাকে।

নামে সম্পাদিত, বইখানি একেবারে আমূল নূতন করিয়া লেখা। হষ্টেন সাহেব উদ্ধৃত title-page এইরূপ ;—

Catéchisme | suivi | de trois dialogues | et de la liste | des Eclipses de soleil et de lune | calculées pour le Bengale | à partir de 1836 jusqu'en 1904 inclusivement | Nouvelle édition, revúe et corrigée. |

কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ | সূর্য্যের আর চন্দ্রের গ্রহণ গণনার সহিত ১৪০ বৎসরের | আরম্ভ ১৮৩৬ সাল অবধি | সহর চন্দননগর | এবং সমস্ত বাঙ্গালা দেশের নিমিত্তে। | করিয়াছেন জাকবছ ফ্রানছিক্সাস্ মারিয়া গেরেন | চন্দননগরের সর্ব্বগ্রাহ্যর পাদ্‌রী। নিয়োজিত প্রেরিত সম্পর্কীয় এবং ধর্ম্মাত্মার সভায়। | দ্বিতীয়বার এবং শুদ্ধরূপে শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত হইল। সং ১৮৩৬।

ইহার লাতিন (Latin) ভাষায় লিখিত মুখবন্ধ (তারিখ ৬ই মে, ১৮৩৬) হইতে জানা যায় যে, মানোএলের পর্ত্তুগীজ পুস্তকের বাঙ্গালী খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে বহুল প্রচার ছিল, কিন্তু এই পুস্তক পুনর্মুদ্রিত না হওয়ায় এবং রোমান অক্ষরে পুস্তক লিখিত হওয়ায়, ফাদার গেরেন বাঙ্গালা অক্ষরে ইহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। এই মুখবন্ধে গেরেন আরও লিখিয়াছেন যে, এই আদি পর্ত্তুগীজ পুস্তক অনেক ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। এই সমস্ত ভুল ঠিক করিতে এবং সমস্ত বাজে গল্প বাদ দিতে, পুস্তকের অর্দ্ধেকের উপর বাদ দিতে হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার নয় মাস খাটিতে হইয়াছে এবং দুই জন খ্রীষ্টান, দুই জন ব্রাহ্মণ ও একজন মুসলমান—এই সকলের সাহায্য লইতে হইয়াছে। তিনটি নূতন কথোপকথন সংযোজিত করা হইয়াছে এবং ১৮৩৬ হইতে ১৯০৪ পর্য্যন্ত যে সূর্য্য-চন্দ্রের গ্রহণ-গণনা আছে, তাহাও সম্পূর্ণ নূতন। এইখানে বলা উচিত যে, ফাদার গেরেন স্বয়ং একজন জ্যোতিষশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ছিলেন এবং ১৮৪০ সালে বিলাত প্রত্যাগমনের পর তিনি ভারতবর্ষের জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৮৪৭)।

এই পুস্তকের বাঙ্গালা আদৌ ভাল নহে। এ হিসাবে এ সংস্করণে কিছু উন্নতি দেখা যায় না। ১৮৩৬ সালে ইহা অপেক্ষা ভাল বাঙ্গালার অভাব ছিল না।

শ্রীসুশীলকুমার দে

‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’

ও

বাঙ্গালা উচ্চারণতত্ত্ব*

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পাঠকদের কাছে বাঙ্গালা ভাষার সকলের চাইতে পুরাণ ছাপা বই, রোমান অক্ষরে লেখা ‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ’ নামে একখানি বইয়ের পরিচয় দিয়াছেন। ঐ বইখানি খ্রীষ্টান রোমান কাথলিক ধর্ম্মসংক্রান্ত এবং উহা বাঙ্গালা গদ্যের এক প্রাচীন ও মূল্যবান্ নমুনা। সুশীল বাবুর অনুরোধে এই বইয়ের রোমান অক্ষরে বানানের রীতি ও ইহার ভাষা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি।

এই অভিনব বইয়ের সন্ধান সুশীল বাবুর কাছে আমি প্রথম পাই। ইহা এখন কলিকাতা এশিয়াটিক্ সোসাইটীর পুস্তকাগারে আছে। শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃৎ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের অনুগ্রহে সোসাইটীর পুস্তকালয়ে আমি এই বই দেখি এবং ইহা হইতে কতকটা অংশ যেমনটি আছে, তেমনি নকল করিয়া আনি। সেই নকল অংশটুকুর উপর নির্ভর করিয়া দুই চার কথা বলিব।

বাঙ্গালা ভাষা জন্মকাল হইতেই ভারতীয় লিপির সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বদ্ধ। বাঙ্গালা বর্ণমালা মহারাজ অশোকের কালের ব্রাহ্মী লিপি হইতে উৎপন্ন, ব্রাহ্মী লিপির কন্যাস্থানীয় গুপ্তলিপির বংশজাত ‘কুটীল’ বর্ণমালাগুলির মধ্যে অন্যতম। কাশ্মীরী, সিন্ধী এবং মুসলমানী-হিন্দী (অর্থাৎ উর্দু) প্রভৃতি কয়েকটি এ দেশী ভাষা যেমন মুসলমান-প্রভাবের ফলে ভারতীয় বর্ণমালা পরিত্যাগ করিয়া আরবী লিপির আশ্রয় লইয়াছে, এবং পোর্টুগীসদের চেষ্টায় গোয়া প্রদেশের দেশী খ্রীষ্টানদের ভাষা কোঙ্কণী-মরাঠী যেমন বহু দিন হইতেই রোমান অক্ষরে লিখিত হইয়া আসিতেছে, বাঙ্গালা ভাষাকে সেরূপ নিজ লিপি ছাড়িয়া অন্য বিদেশীয় লিপি ধরাইবার কোনও বিশেষ চেষ্টা কখনও হয় নাই। ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেদের পড়িবার সুবিধার জন্য বাঙ্গালা কাব্য আরবী (বা ফারসী) অক্ষরে লিখিতেন এবং পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে ‘সিলেট নাগরী’ নামে এক রকম ভাঙ্গা ভাঙ্গা নাগরী অক্ষরে বাঙ্গালা লেখা হয়,† তাহা দেখা যায় বটে, কিন্তু কাশ্মীরী বা উর্দুর মত বাঙ্গালায় ফারসী অক্ষর চালাইবার চেষ্টা বঙ্গদেশের মুসলমান শাসকদের মনে আসে নাই। বাঙ্গালা যে কখনও

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বৎসরের ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† মুন্সী শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত ‘প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণ’ ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যায় ৮৭, ৯৯, ১২৪, ২১১, ২৭৮ নম্বরের পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য। ‘সিলেট নাগরী’ সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩১৫ সালের ৪র্থ সংখ্যাতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ দেবশর্ম্মার লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

আরবী অক্ষরে লেখা হইবে, তাহার কোনও সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালা ভাল জানে না—এমন পাদ্রীরা যাহাতে সহজে পড়িতে পারে, সেই চেষ্টায় দুই চারখানা খ্রীষ্টানী বই রোমান অক্ষরে ছাপা হইয়াছে এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'খানিরও রোমান অক্ষরে ছাপা একটি সংস্করণ কলিকাতায় সাহেব বইওয়ালাদের দোকানে পাওয়া যায়; কিন্তু বাঙ্গালা যাঁহাদের মাতৃভাষা, তাঁহাদের সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। বছর সত্তর আশী পূর্ব্বে একবার এ দেশে কতকগুলি ইংরেজ দেশী ভাষাগুলিতে রোমান লিপি চালাইবার জন্য খবরের কাগজে আন্দোলন করিয়াছিলেন, এবং এ বিষয়ে স্তর্ চার্ল্‌স্ ট্রিভীলিয়ান ও ডাক্তার ডফ্, ডাক্তার ইয়েট্‌স্ প্রভৃতি জন কয়েক মিশনারী অগ্রণী ও উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ প্রিন্সেপ্ ও আরবীতে পণ্ডিত টাইট্‌লার, ইহাঁদের ঘোর আপত্তি ছিল। ইহার পরে টোলম্বর্ট্ প্রভৃতি দুই একজন সিভিলিয়ান্ উদ্‌যোগী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কোনও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এ দেশী কোন ভাষায় রোমান-লিপি না চলিলেও ইউরোপে ও আমেরিকায় অনেক সংস্কৃত ও পালি বই রোমান অক্ষরে ছাপা হইয়াছে ও হইতেছে।

রোমান বর্ণমালা অর্থাৎ a, b, c, d প্রভৃতি ছাব্বিশটি অক্ষর গ্রীক বর্ণমালার রূপভেদ মাত্র, যেমন বাঙ্গালা ও দেবনাগরী। ফিনীশিয়ানদের কাছে গ্রীকেরা লিপিবিদ্যা শেখে এবং গ্রীকদের কাছ থেকে রোমানেরা। এই রোমান লিপিতে আগে ২৩টি অক্ষর ছিল* এবং কেবল লাটিন ভাষার ধ্বনি (sound) জানাইবার উপযোগী ছিল মাত্র। লাটিনে মোটে ১৭টি ব্যঞ্জনধ্বনি ও ৬টি স্বরধ্বনি ছিল। গ্রীকে গুটিকতক বেশী ব্যঞ্জনধ্বনি আছে। এই অল্প সংখ্যক অক্ষর যুক্ত লাটীন বা রোমান বর্ণমালাদ্বারা সকল ভাষার ধ্বনি জানান সম্ভব নয়, বিশেষ করিয়া সংস্কৃত ও ভারতীয় ভাষাগুলির। লাটিনে ও গ্রীকে তালব্য ধ্বনি নাই, তাই ভারতীয় নামে 'চ' বা 'জ' থাকিলে গ্রীক ও লাটিন লেখকেরা s বা ti (ত্য) এবং স্ বা di (দ্য) দ্বারা ঐ দুই ধ্বনি নির্দ্দেশ করিতেন। যেমন চন্দ্রগুপ্ত = Sandrakoptos, চষ্টন = Tiastenes ও উজ্জয়িনী (উজ্জেনী) = Ozene, যমুন (জমুনা) = Diamouna। লাটিনভাষা ভাঙ্গিয়া যখন ফরাসী, ইটালীয় প্রভৃতি 'রোমান্স্' ভাষাগুলির উদ্ভব হইল, তখন সেই ভাষাগুলিতে তালব্য ধ্বনি নূতন করিয়া ক্রমে ক্রমে আসিয়া পড়িল; তখন নূতন কোন অক্ষর উদ্ভাবন না করিয়া পুরাতন রোমান অক্ষরের দ্বারাই নানা উপায়ে এই সকল ধ্বনি জানাইবার চেষ্টা হইল; যেমন ইটালীয়ান্ ভাষায়, cia, cio, ciu, ce, ci = চ; gia, gio, giu, ge, gi = জ; scia, scio, ইত্যাদি = শ; পুরাণ ফরাসীতে chতে 'চ', jতে 'জ' ও sch, sh = শ; এবং পুরাণ ফরাসীর বানানের অনুকরণ করিয়া ইংরেজীতেও ch, j, shতে চ, জ, শ। রোমান অক্ষর ব্যবহার করে, এমন অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় এখন নানা জটিল উপায়ে এই ধ্বনিগুলি জানান হইয়া

---

* A (=আ), B, C (=ক), D, E, F, G, H, I (=ই, য়), K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V (=উ, ব,) X, Y, Z.

থাকে। যেমন জার্ম্মানে tsch, dsch, sch ; ওলন্দাজে tj, dj, sh ; পোলাণ্ডের ভাষায় cz, gz, sz ; মাজ্যার বা হঙ্গেরী দেশের ভাষায় cs, ds, s ; নরওয়ের ভাষায় kj, gj, skj। এই সকল ঝঞ্ঝাট হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টায় সংস্কৃত, পালি প্রভৃতি ভিন্ন বর্ণমালার ভাষার বই বা কথা রোমান অক্ষরে অনূদিত হইলে c=চ, j=জ, ś বা ç=শ, ṣ=ষ—এইরূপ সরল উপায়ে উক্ত বর্ণগুলি জানান হয়। যে সকল ধ্বনির উপযুক্ত বর্ণ লাটিন বর্ণমালায় মিলে না, সেগুলি ফুট্‌কি-দেওয়া বা অপর কোনও বিশেষ চিহ্ন-দেওয়া হরফের দ্বারা জানান হয়। এই-রূপে একটি বিস্তারিত রোমান বর্ণমালার সাহায্যে সংস্কৃত আরবী প্রভৃতি, নাগরী ও আরবী লিপিতে যেমনটি লিখিত হয়, ঠিক তেমনি লিখিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে নূতন করিয়া গড়া একটি রোমান বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়, ঐ কথা বলিতে হইবে।

আবার সাধারণ সাধারণ স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি (sound) জানাইবার জন্য, রোমান অক্ষর ব্যবহার করে, এমন দুইটি ইউরোপীয় ভাষায় মিল নাই। k, l, p, q প্রভৃতি তিন চারটি বর্ণ ছাড়া আর বর্ণগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় একটু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, কোথাও বা একেবারে স্বতন্ত্র ভাবে উচ্চারিত হয়। ভাষাতত্ত্বের শাখা উচ্চারণতত্ত্ব (Phonetics) নামক নবীন বিদ্যার পক্ষে, মানব-ভাষার সমস্ত প্রচলিত ও সম্ভাব্য স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি যথাযথ নির্দ্দেশ করে, এমন একটি মান বা sound-value যুক্ত অক্ষরমালার সাহায্য ভিন্ন একটুকুও চলা অসম্ভব। যেমন ইংরেজী Henryর উচ্চারণ 'হেন্‌রি', ফরাসীতে কিন্তু Henriর উচ্চারণ 'আঁরি'; রোমান অক্ষরে দুইটিই লেখা হইয়াছে, কিন্তু উচ্চারণে কত তফাৎ। উচ্চারণতত্ত্বের অনুযায়ী বানান রোমান অক্ষরে করিতে হইলে ইংরেজী Henry=[hen-ri], ফরাসী Henri=[ãri]। Siege—ইংরেজীতে [siidž] (সীজ্—dž=ইংরেজী জ), কিন্তু জার্ম্মানে [zi-gə] (জ়ী-গ্য—উল্টা ə=her এর eর মত ধ্বনি) ; man—ইংরাজীতে [mæn] (ম্যান,—æ=অ্যা), জার্ম্মানে [man] (মান্), ফরাসীতে [mã] (মঁা)। উচ্চারণ ঠিক জানাইতে গেলে দেখা যায় যে, প্রচলিত রোমান অক্ষর একটু আধটু বদলাইয়া বাড়াইয়া না লইলে চলে না ; কারণ, ইউরোপে এক অক্ষরের হরেক ধ্বনি বা উচ্চারণ দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য একটি Phonetic Alphabet অতি আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই Phonetic Alphabet তৈরী করার মূলমন্ত্র হইতেছে one symbol, one sound: একটি অক্ষরে মাত্র একটি ধ্বনি, d-u=ডু, s-o=সো, এরূপ চলিবে না ; (মেনেজার=ম্যানেজার, ইহাও এই নিয়মে unphonetic বানান) ; s+h তে 'শ' বা c+h তে 'চ'—এইরূপ দুই অক্ষর জুড়িয়া এক ধ্বনি—তাহাও চলিবে না। এইরূপ Phonetic Alphabet উদ্ভাবন ও প্রচলনের জন্য ইউরোপে অনেকে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিছু কাল হইল, পারিসের 'আসোসিআসিওঁ ফ.নেতিক্ অ্যান্ত্যর্‌নাসিওনাল্' (Association Phonetique Internationale*) নামক সমিতি ইউরোপের ও অন্য দেশের ভাষার উচ্চারণ ঠিক ধরিবার জন্য রোমান বর্ণমালার অক্ষর লইয়া ও তাহার দরে নূতন অক্ষর উদ্ভব করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালী-

* Phonetic বানানে ইহা এইরূপ লিখিত হইবে—asosiasiɔ̃ fɔnetik ɛ̃ternasional।

সম্মত এক বর্ণমালার প্রচার করিতেছেন। তাহার দ্বারা পৃথিবীর যে কোনও ভাষার শব্দের কথিত (বা লিখিত) রূপ সেই ভাষার নিজের বর্ণমালার চাইতেও সুন্দররূপে ধরিতে পারা যায়। ইউরোপে Phonetics সম্বন্ধে ও কোনও ভাষার উচ্চারণের ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল বই আজকাল লেখা হইতেছে, সেগুলিতে সাধারণতঃ এই বর্ণমালা ব্যবহার করা হয়।

বাঙ্গালা নাম আজকাল যখন ইংরেজী অক্ষরে লেখে, তখন দেখা যায় যে, ইংরেজী ভাষার চলিত উচ্চারণ ও বানানের রীতি ধরিয়া লেখে না। কিন্তু কিছু পূর্ব্বের ইংরেজী বইয়ে ও পুরাতন ইংরেজী কাগজপত্রে এ দেশী নামের যে ইংরেজী বানান পাওয়া যায়, তাহা এখন আমাদের চোখে বড়ই অদ্ভুত লাগে। Bridgenarran, Colly Kishto, Tuttobodheeney, Nana Furnvese, Hurrish, Chytun, Awlley Cawn, Sooraj Dowla প্রভৃতি বানানে 'ব্রজনারায়ণ, কালীকৃষ্ণ, তত্ত্ববোধিনী, নানা ফড়নবীস্, হরিশ, চৈতন্য, আলী খাঁ, সিরাজুদ্দৌলা' ইত্যাদি দেশী নাম পুরাতন ইংরেজী বই ও কাগজে পাওয়া যায়। Dacca, Burdwan, Chittagong, Cawnpore, Tagore, Law, Dawn প্রভৃতি বানান এ যুগের চিহ্নাবশেষ। আগেকার কালে ইংরেজ যখন নিজ অক্ষরে বিদেশী নাম লিখিতেন, তখন নিজের ভাষায় সেই অক্ষরের যেরূপ প্রয়োগ হইত ও নিজের কানে বিদেশী কথা যেমন শুনাইত, এবং নিজে যতটা তাহার ঠিক উচ্চারণ করিতে পারিতেন, সেই অনুসারে চলিতেন। সেইরূপ ফরাসী ও পোর্টুগীসও এ বিষয়ে নিজ নিজ ভাষার রীতি অবলম্বন করিতেন। কিন্তু আজকাল ভাষাতত্ত্বের ও উচ্চারণতত্ত্বের চর্চ্চার ফলে, কোনও বিদেশীয় নাম বা শব্দ যখনও ইউরোপীয় কোনও বইতে আসিয়া পড়ে, তখন ইংরেজী বা ফরাসী বা জার্ম্মান বা অন্য কোনও ভাষা অনুযায়ী বানানে লিখিত হয় না, প্রায়ই একটি মোটামুটি চলিত মান বা Standard ধরিয়া চলা যায় এবং সেই Standardটি বেশীর ভাগ বইয়ে এই—Vowels as in Italian, consonants as in English, অর্থাৎ a, e, i, o, u এর ইটালীয় উচ্চারণ, (আ, এ, ই, ও, উ) এবং ব্যঞ্জনবর্ণগুলির মোটামুটি ইংরেজী উচ্চারণ—এই অনুসারেই চলা হয়।

আলোচ্য বইখানি খ্রীষ্টীয় ১৭৩৪ সালে বা তাহার কিছু পরে লিসবনে ছাপা, পোর্টুগীস পাদ্রীর লেখা। সে কালে কোথাও বাঙ্গালা ছাপার হরফ তৈরী হয় নাই, বাঙ্গালা বই ছাপাইতে গেলে রোমান অক্ষরের আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। রোমান কাথলিক পাদ্রীর কাছে হয় ত ইহা খুব সুখেরই কথা ছিল; কারণ, ইহার কিছু পূর্ব্বে গোয়ায় গোঁড়া খ্রীষ্টান শাসনকর্ত্তারা দেশী বর্ণমালার প্রচলন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, এমন কি, দেশী ভাষা উঠাইয়া দিয়া তাহার জায়গায় পোর্টুগীস চালাইবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। যাহা হোক্, তখন ইউরোপে ভাষাতত্ত্ববিজ্ঞানের উদ্ভব হয় নাই, উচ্চারণতত্ত্বের কথা দূরে থাক্; Phonetic Alphabetএর কথা কেহ ধারণাও করিতে পারিত না। পাদ্রী মানুএল্-দা-আস্‌সুম্‌পসাউঁ পোর্টুগীস ভাষার প্রচলিত বানান অনুসারে, বাঙ্গালা শব্দ তাঁহার কানে যেমন লাগিত, সেই রকম লিখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, যে কেহ রোমান অক্ষরে লেখা বই, অর্থাৎ পোর্টুগীস বই পড়িতে পারে, (সে কালে ইংরেজী বা ফরাসীর কোনও প্রভাব এ দেশে ছিল না) সে এই বইও পড়িতে পারিবে। কোনও বাঙ্গালী এই বাঙ্গালা বই আন্দাজে আন্দাজে পড়িয়া যাইতে পারেন; বানানের রীতির সঙ্গে পরিচয়ের অভাব তাঁহার ভাষাজ্ঞান দ্বারা কতকটা দূর হইবে বটে, কিন্তু পোর্টুগীস বানানের রীতি জানা থাকিলে রোমান অক্ষরে লেখা এই বাঙ্গালা বই পড়িয়া একটি বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয়ে আমরা কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি। এই বই যদি বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হইত, তাহা হইলে সেই বিষয়টিতে ইহা আমাদের তেমন কাজে আসিত না। বিষয়টি হইতেছে বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ-তত্ত্ব (Phonetics)।

বাঙ্গালা ভাষার 'ব্যাকরণ', অর্থাৎ ইহার বিভক্তি প্রত্যয় প্রভৃতি প্রাচীন যুগে কি ছিল, তাহা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য পড়িয়া জানা যায়। কেমন করিয়া বৈদিক সুপ্‌তিঙ্‌ প্রাকৃতে বিকৃত ও বহু স্থানে লুপ্ত হইয়া পড়িল এবং কেমন করিয়া আধুনিক ভাষাগুলিতে নূতন নূতন বিভক্তি আদি উদ্ভাবিত হইল, সে কথা বৈদিক ও সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ও পুরাতন যুগের বাঙ্গালা, হিন্দী, মরাঠী প্রভৃতি চর্চ্চা করিয়া বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ভাষার উচ্চারণ তাহার ব্যাকরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ। মুখে মুখে ঠিক যেমনটি উচ্চারিত হয়, সেইটিই হইতেছে জীবন্ত, প্রাণযুক্ত শব্দ, এবং উহার লিখিত 'সাধু' বা 'শুদ্ধ' রূপ উহার প্রাণহীন প্রতিকৃতি মাত্র। অন্ততঃ যে সকল ভাষা ধ্বনিব্যঞ্জক বর্ণমালার সাহায্যে লেখা হয়, সেইগুলির সম্বন্ধে এ কথা খাটে; চীনা, প্রাচীন মিসরীয় প্রভৃতি ভাষা, যেগুলি বস্তুচিত্র (pictogram) বা ভাবচিত্র (ideogram) দ্বারা মুখ্যতঃ লিখিত হয়, সেগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে না খাটিতে পারে। উচ্চারণের ভেদ বা স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনকে উচ্চারণ-শাস্ত্র সম্বন্ধে উদাসীন পণ্ডিতেরা হয় ত উচ্চারণের 'বিকৃতি' বলিবেন; কিন্তু এই 'বিকৃতি'ই ভাষার ব্যাকরণ বদলিয়া দেয়। উচ্চারণের উপরই ভাষার ব্যাকরণ প্রতিষ্ঠিত। সংস্কৃত উচ্চারণের সঙ্গে সংস্কৃত সন্ধি পর্য্যায় জড়িত। তুলনামূলক ব্যাকরণ (Comparative Philology) চর্চ্চা করিলে দেখা যায় যে, সংস্কৃত ব্যাকরণের অনেক জটিল বিষয়, আদি আর্য্য-মাতৃভাষার অতি প্রাচীন অবস্থার উচ্চারণের আলোচনা করিলে সুস্পষ্ট হইয়া যায়। বৈদিক যুগের চলিত কথাবার্ত্তার ভাষার উচ্চারণের পরিবর্ত্তনেই প্রাকৃতের উদ্ভব। উচ্চারণের বৈষম্যের জন্য পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম-বাঙ্গালার কথিত ভাষার ব্যাকরণ পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে ও আরও পড়িতেছে। এই কারণে যাঁহারা বাঙ্গালা বা অপর কোনও ভাষার ব্যাকরণ অনুশীলন করেন, তাঁহাদের পক্ষে সেই ভাষার প্রাচীনতম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পর্য্যন্ত তাহার উচ্চারণ-প্রণালীর, তাহার historical phonetics বা phonologyর সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন অবস্থায় কি কি ধ্বনি (sound) ছিল, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই; অন্ততঃ নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায় না। সংস্কৃতের বা বৈদিক ভাষার

উচ্চারণ কি ছিল, নানা উপায়ে সে বিষয়ে একটা মোটামুটি স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুএকটি খুটিনাটি বিষয়ে আমাদের সন্দেহ একেবারে দূর হয় নাই। পাণিনির সময়ে সংস্কৃত 'অ'এর উচ্চারণ 'কণ্ঠ্য' বা 'বিবৃত' উচ্চারণ ছিল—অর্থাৎ আদিম যুগের ভাষায় 'অ' ইংরাজী 'father'এর 'আ'এর মত ছিল, তবে এই হ্রস্ব ৪ দীর্ঘ 'আ'-কারের চাইতে একটু মৃদু উচ্চারিত হইত। পরে 'সংবৃত' উচ্চারণ ভাষায় দাঁড়াইয়া যায়, এই 'সংবৃত' উচ্চারণ ইংরেজী 'hut', 'her', 'china' প্রভৃতি পদের u, e, a র মত ; এই উচ্চারণ এখনও হিন্দী, পঞ্জাবী, মরাঠী ও দ্রাবিড়-ভাষাগুলিতে আছে। কিন্তু বাঙ্গালায় 'অ'এর চলিত উচ্চারণ 'hot'এর oর মত,—আবার অনেক স্থলে, বিশেষতঃ সমতটে (দক্ষিণবঙ্গে), একেবারে ও-কারের মত। কত দিন হইল, বাঙ্গালায় এই উচ্চারণ আসিয়াছে ? বাঙ্গালায় সংস্কৃত অন্তঃস্থ 'ব' লোপ পাইয়াছে ; 'অ'-কারের এই ও-ঘেঁষা উচ্চারণের সঙ্গে অকারান্ত অন্তঃস্থ 'ব'-এর অন্তর্ধানের কোনও সম্বন্ধ আছে কি ? এবং বাঙ্গালায় অন্তঃস্থ 'ব'এর লোপ কত দিন হইতে হইয়াছে ? 'এ'কারের (=e), অ্যা (=æ) বা অ্যা-কার ঘেঁষা উচ্চারণই বা কত দিন হইল আসিয়াছে ? 'র'-ফলার পূর্ব্বে 'শ'এর দন্ত্য উচ্চারণ (=s) কত দিনের ? বাঙ্গালা উচ্চারণ-পর্য্যায়ে এইরূপ শত শত প্রশ্নের সমাধান হয় নাই, এবং এই সকল বিষয়ের মধ্যেই বাঙ্গালা ব্যাকরণের যাহা কিছু গোলমেলে বিষয় সবই নিহিত আছে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার যে ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, তাহা অতি অপূর্ব্ব, বাঙ্গালীর পক্ষে ঐ বই ও উহাঁর বাঙ্গালা শব্দকোষ গৌরবের বস্তু। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ লিখিতে গেলে এ বিষয়ে যথাযোগ্য দৃষ্টি দিতে হইবে। আজকাল আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান-সম্মত রীতিতে,—ভাষা দখলের জন্য নয়, ভাষার ইতিহাসের জ্ঞানের জন্য—ইউরোপে ও আমেরিকায় ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় যে সকল ব্যাকরণ লেখা হইতেছে, সেগুলিতে দেখা যায় যে, Morphology বা শব্দ ও ধাতুরূপ প্রভৃতি লইয়া যতটা আলোচনা করা হয়, Phonology বা সেই ভাষার উচ্চারণের ইতিহাস এবং সেই কারণে তাহার ব্যাকরণের পরিবর্ত্তন লইয়া তাহার চাইতে কম আলোচনা হয় না। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, উচ্চারণ-তত্ত্ব লইয়াই বেশী মাথা ঘামান হইয়াছে ; ৪০০ পাতার একখানি বইয়ে হয় ত ২৫০ পাতা Phonology লইয়া, বাকীটুকু Morphology ও Syntax লইয়া। কারণ, ভাষায় ব্যাকরণের ও পদবিন্যাসের সমস্ত গুপ্ত রহস্য তাহার উচ্চারণের ইতিহাসের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

বিষয়টি বিশেষ জটিল ও দুরূহ, এবং ইহার যথাযোগ্য আলোচনা ও সমাধান শিক্ষা ও পরিশ্রমসাপেক্ষ। ঠিক মত ধরিতে গেলে আমাদের দেশে ত একটি ভাষা নয়,—রাঢ়, বাগড়ী, বরেন্দ্র, বঙ্গ, চট্টল, সকল স্থানেরই চলিত ভাষা স্ব স্ব প্রধান, উচ্চারণে, ব্যাকরণে স্ব স্বাতন্ত্র্যমতাব-লম্বী ; ভিন্ন অক্ষরে লেখা হইলে হয় ত ওড়িয়া, মৈথিল, ভোজপুরিয়া, অসমিয়ার মত ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন ভাষা হইয়া দাঁড়াইত। বাঙ্গালা সাধুভাষার অপভ্রংশে বাঙ্গালা দেশের প্রাদেশিক ভাষার উৎপত্তি হয় নাই, বরঞ্চ বাঙ্গালা সাধুভাষার অর্থাৎ আধুনিক গদ্য সাহিত্যের ভাষারই উদ্ভব ইহাদের হইতে। বাঙ্গালা দেশের ভাষার ইতিহাস চর্চ্চা করিতে হইলে এই প্রাদেশিক

ভাষাগুলির ব্যাকরণ আলোচনা করা যত আবশ্যক, ইহাদের উচ্চারণ-রীতিরও আলোচনা সেইরূপ আবশ্যক। বাঙ্গালা উচ্চারণ বদলাইয়াছে, এখনও আমাদের চোখের সামনে আরও বদলাইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালা অক্ষরের সাহায্যে এই পরিবর্ত্তন ধরিবার উপায় নাই। বাঙ্গালা অক্ষরগুলি প্রাচীন কালে বাঙ্গালা ভাষার কি কি ধ্বনি জানাইত এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন যুগে সেই সকল ধ্বনি কতটাই বা পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে, তাহা ভাল করিয়া জানিবার ও বুঝিবার পথ নাই। বৈদিক ও সংস্কৃতের বানান উচ্চারণ অনুযায়ী ছিল, এবং 'প্রাকৃত' ও 'অপভ্রংশ' সম্বন্ধে সে কথা অনেকটা খাটে। কিন্তু প্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালা ভাষা বানান বিষয়ে যেন নিরঙ্কুশ; এ বিষয়ে মৈথিল, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা বরাবর বাঙ্গালার চেয়ে সংযত। বৈদিক ভাষা হইতে আরম্ভ করিয়া, মাগধী অপভ্রংশ পর্য্যন্ত কোন একটি পদ কেমন করিয়া রূপ বদলাইয়া আসিতেছে, তাহা বেশ ধরিতে পারা যায়; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় সেই পদটির 'খাঁটী বাঙ্গালী ভাবে' যে গতি চলিল, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। প্রাচীন বাঙ্গালা হইতে আধুনিক বাঙ্গালা পর্য্যন্ত সেই পদটির ইতিহাস পর্য্যালোচনা আবশ্যক। যেমন 'লক্ষ্মী' এই পদটি; প্রাকৃত হইয়া যাইবার পূর্ব্ব অবস্থায় ইহার উচ্চারণ ছিল 'ল-কৃষ্‌মী'; মাগধী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত ভাষাগুলির মধ্যে এক আধুনিক বাঙ্গালায় 'লোক্‌খি', এইরূপ 'ম'কারহীন রূপ পাই; অসমিয়াতে 'লখিমী', মৈথিলে 'লখিমী', ওড়িয়াতেও মকার আছে। বাঙ্গালায় এই 'ম' লোপ কত দিন হইল হইয়াছে?* পুরাতন বাঙ্গালা বইয়ে 'লখিন্দর', 'লখাই' নাম দেখিয়া বুঝা যায় যে, পুথি লেখার কালে আজ-কালের মত 'ম'-লুপ্ত উচ্চারণই ছিল। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, বাঙ্গালায় কোন্ সময়ে অসমীয়া ও মৈথিলের মত এই 'ম' চলিত ছিল? ইহার উত্তর বাঙ্গালার পুরাতন পুথিতে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাইরের কাহারও সাক্ষ্য এ বিষয়ে বড়ই কাজ দিবে, সকল সন্দেহ দূর করিবে। ফারসী বইয়ে এই প্রাচীন যুগের দুই চারিটি নাম লেখার ধরণ হইতে এই সাক্ষ্য আমরা পাইতে পারি। 'তবকৎ-ই-নাসিরী'র মত প্রাচীন ফারসী ইতিহাসে যখন رای لکھمنیہ 'রায় লখ্‌মনিয়হ্' এইরূপ বানানে লাক্ষ্মণেয় সেনের নাম পাই, তখন আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, খ্রীষ্টীয় তেরর শতে বাঙ্গালা ভাষায় 'ক্ষ্ম'-এর 'ম' একেবারে লোপ পায় নাই। আবার لکھنوتی লখনবতী— বানান দেখিয়া বোঝা যায় যে, 'ম' এই যুগে সব জায়গায় উচ্চারিত হইত না; ইহার লোপ এই যুগে আরম্ভ হইয়াছিল, ধরিয়া লইতে পারা যায়। আবার এই لکھنوتی লখনবতী دیوکوٹ দেবকোট نودیه

---

* ঐরূপ যুক্ত বর্ণে বাঙ্গালায় 'ম' লোপ পায় এবং অনেক স্থলে অনুনাসিক হইয়া যায়। প্রাকৃতে 'ম' লোপ পায় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ বিপ্রকর্ষণ হয়; যেমন স্ম—স্মরণ=সরণ, সুমরণ। বাঙ্গালায় লোপই স্বাভাবিক, তবে সাধারণতঃ নূতন করিয়া আমদানী পণ্ডিতী শব্দের প্রভাবের ফলে চন্দ্রবিন্দু করিয়াই পড়া হয়। পদ্ম='পদ্দো'; সূক্ষ্ম=সুখুম, আধুনিক 'শুক্‌খ'। প্রাকৃত উচ্চারণের সঙ্গে পণ্ডিতী বানানের একটা আপোষ হইয়াছে। তাহার ইতিহাসের পক্ষে এই আপোষটুকুরও বিচার আবশ্যক।

নবদীঅহ্ বা نودیه নোবদীঅহ্ (সাহেবেরা আধুনিক ফারসী উচ্চারণ ধরিয়া লেখেন Núdiah অর্থাৎ 'নূদিঅহ্) প্রভৃতি বানানে জানা যায় যে, তখন বাঙ্গালা দেশ হইতে অন্তঃস্থ ব নির্ব্বাসিত হয় নাই, এখন যাহা 'লখ্নাবতী' বা 'লক্ষ্ণাবতী', 'দেবকোট' ও 'নদীয়া' উচ্চারিত হয়, তখন সেগুলির উচ্চারণে মুসলমান বিজেতাদের কানে ব-এর ধ্বনি আসিত, তাই তাঁহারা ফারসী و (=w, v) অক্ষর দিয়া লিখিয়াছেন।*

এইরূপ দুই চারিটি কথা হইতে দেখা যাইতেছে যে, এ দেশী শব্দের ফারসী বানান পুরাণ উচ্চারণ ধরিবার জন্য কতকটা সাহায্য করে। এই রকম বিষয়ে যেখানে বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা বইয়ের সাহায্যে মীমাংসা হওয়া শক্ত, সেখানে যদি বিদেশী বর্ণমালার সাহায্য পাই, তবে বড় কাজের হয়। ভিন্ন ধরণে তৈরী ফারসী কি আর কোন বিদেশী বর্ণমালার অক্ষরে, বাঙ্গালা শব্দের তখনকার চলিত উচ্চারণ ধরিয়া লেখা রূপ যদি পাই, তাহা হইলে এ সকল সন্দেহের অনেকটা খণ্ডন হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে আবার সেই কালে সেই বিদেশী ভাষার অক্ষরগুলির কি ধ্বনি (sound) ছিল, তাহা জানা দরকার। ঈরান দেশের ফারসীতে আজ-কাল 'এ' 'ও', অর্থাৎ যাহাকে 'মজ্হুল্' উচ্চারণ বলে, তাহা অপ্রচল হইয়া আসিতেছে; তাহার স্থানে 'ঈ' 'ঊ' ('ম'রূফ্' উচ্চারণ) চলে; 'আ' সাধারণতঃ 'আও', 'আউ' বা 'উ'রূপে উচ্চারিত হয়; ব (w) সর্ব্বত্র v হইয়া গিয়াছে। ফারসী চার পাঁচ শ' বছর আগে কেমন করিয়া পড়া হইত, সে দিকে নজর না রাখিয়া বাঙ্গালা কথার ফারসী রূপ আলোচনা করিলে কোনও ফল হইবে না। মুন্শী শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম মহাশয় যে সকল আরবী (ফারসী) অক্ষরে লেখা বাঙ্গালা পুথির কথা লিখিয়াছেন, সেগুলি যদি খুব পুরাতন হয়, তাহা হইলে সেগুলি বড়ই উপকারে লাগিবে। কিন্তু আরবী লিপির অসম্পূর্ণতা অনেক, ইহাতে স্বরবর্ণ ভাল করিয়া জানাইবার বন্দোবস্ত নাই, অনেক সময়ে স্বরবর্ণের রেওয়াজ থাকেই না, আন্দাজে আন্দাজে বুঝিতে হয়। এ বিষয়ে রোমান অক্ষরগুলি জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; আমাদের দেশী বর্ণমালার চাইতেও; কারণ, রোমান লিপিতে শব্দের প্রাণ স্বরবর্ণগুলি স্পষ্ট ও পৃথক্ করিয়া লেখা হয়, ব্যঞ্জনবর্ণের পায়ের তলায়, পাশে, মাথায়, গায়ে লুকাইয়া থাকে না। এখন, রোমান অক্ষর ব্যবহার করেন, এমন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ও ব্যবসায়ী মার্কো পোলোর সময় হইতে এ দেশে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এশিয়ার ও অন্যান্য মহাদেশের যেখানে যেখানে তাঁহাদের গতিবিধি হইত, তাঁহারা সেখানকার সম্বন্ধে বই লিখিয়া, নক্সা আঁকিয়া

* এই সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার কথা হইয়াছিল। মুসলমান যুগের বাঙ্গালার ইতিহাস রচনায় ব্যাপৃত থাকার দরুন ইহাঁকে পুরাণ ফার্সী পুথি দেখিতে হইতেছে। ফার্সী বইয়ে যে সকল এ দেশী নাম পাওয়া যায়, সেগুলির যথার্থ আদিম ফার্সী রূপ আমরা পাই কি না, সে বিষয়ে রাখাল বাবু বিশেষ সন্দিহান। পুরাণ ফার্সী 'তোঘ্রা' ছাঁদে লিখিত হইত, বিশেষতঃ নামগুলি; এবং পুথি নকল করিবার সময় নকলনবীসেরা অনেক সময়ে বিপর্য্যয় ঘটাইয়া বসিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়টি ধরিলেও, অন্যথা যে সাহায্য ফার্সী বই হইতে পাওয়া যাইতে পারে, তাহা আমাদের উপেক্ষণীয় নহে।

নিজেদের দেশের লোকের জ্ঞান বাড়াইতে চেষ্টা করিতেন। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বইয়ে এবং খ্রীষ্টীয় সতের শতে ভারতবর্ষের যে কতকগুলি ম্যাপ্ ইটালী ও হলাণ্ডে ছাপা হইয়াছিল, তাহাতে এ দেশী নাম যাহা পাওয়া যায়, তাহাও আমাদের কাজে আসিবে।" রোমান অক্ষরে লেখা প্রাচীন বাঙ্গালার কোনও বই যদি আমরা পাই এবং সেই বইয়ে যদি বাঙ্গালা উচ্চারণের—বাঙ্গালা বানানের নয়,—একটা মোটামুটি অনুকরণের চেষ্টা থাকে, তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অনেকটা সুবিধা হয়।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' বইখানি ঠিক এই প্রকারের; তবে ইহা খুব বেশী পুরাতন নয়। খ্রীষ্টীয় ১৭৩৫ সাল, এখন হইতে ১৮২ এক শ' বিরাশী বছর, মোটামুটি ইহাকে শ' দুই বছরের আগের সময়ের ভাষার নমুনা হিসাবে ধরিতে পারা যায়। বইখানির মুখপত্র নাই; পোর্টুগীস ভাষায় একটি ছোট ভূমিকা আছে. তাহা হইতে জানা যায় যে, ভাওয়ালে (Ba-[va]l) লেখা হইয়াছিল। ভাওয়ালের কাছে 'নাগরী'† বলিয়া একটি জায়গার বিষয় উল্লেখ আছে। সুশীল বাবু বইয়ের যে অংশটুকু পত্রিকায় তুলিয়া দিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই কথা পাওয়া যাইবে। বইখানিতে পোর্টুগীস ভাষায় রচিত একটি গুরু-শিষ্যের আলাপ অর্থাৎ খ্রীষ্টানধর্ম্ম ও অনুষ্ঠানবিষয়ক প্রশ্নোত্তরমালা ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ আছে। অনুবাদক পাদ্রী আস্সুমসাউঁ ঢাকা অঞ্চলের চলিত ভাষা অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহার ভাষা পূর্ব্ব-বঙ্গে দুই শ' বৎসর পূর্ব্বে চলিত ভাষার সুন্দর নিদর্শন। উচ্চারণে, ব্যাকরণে, কথার ঢঙে এ ভাষা একেবারে পূর্ব্ববঙ্গের, এবং বইখানি বাঙ্গালা উচ্চারণের আলোচনার পক্ষে সহায়ক বলিয়া অমূল্য।

বাঙ্গালা কথাগুলি পোর্টুগীস রীতি অনুসারে লেখা হইয়াছে। পোর্টুগীস উচ্চারণ ও বানানের নিয়ম ইংরেজী হইতে অনেকটা আলাদা; সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে কিছু বলা যাক্। পোর্টুগালের রাজধানী লিসবনের আধুনিক উচ্চারণ পাইয়াছি; দু শ' বছর আগেকার উচ্চারণটি সব জায়গায় ঠিক কেমন ছিল, জানিতে পারি নাই, তবে একটু আধটু তফাৎ হইলেও মূলে আজকালকার মতই ছিল, ধরিয়া লইতে পারা যায়। এই দুশ' বছরে উচ্চারণ বিষয়ে এক

---

* গ্রীকদের যুগে যখন ভারতীয় নাম গ্রীক ও লাটিন লেখকেরা লিখিতেন, তখনকার সেই বিদেশী রূপ হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, ভারতে তখন চ-বর্গীয় বর্ণগুলির দুই রকম উচ্চারণ ছিল। এ বিষয়ে কতকগুলি প্রাকৃত ব্যাকরণকার যাহা বলিয়া গিয়াছেন, ভারতীয় নামের গ্রীক বানানে সে কথা কতকটা সমর্থিত হয়। গ্রীয়ার্সন সাহেবের প্রবন্ধ The Pronunciation of the Prakrit Palatals, JRAS, 1913, ৩৯ পৃষ্ঠা ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ লিখিত প্রবন্ধ—"চ-বর্গীয় বর্ণসমূহের উচ্চারণ"—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩২০, তৃতীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

† এই 'নাগরী' সম্বন্ধে কলিকাতা, বৰ্ম্মতলা-ষ্ট্রীটের রোমান কাথলিক গির্জ্জার পাদ্রী ওঅটর্স্ সাহেব (the Rev. Father L. Wauters, S. J.) আমায় বলিয়াছেন যে, নাগরী ভাওয়ালের ১৭।১৮ মাইল দূরের একটি জায়গা, সেখানে একটি পুরাতন গির্জ্জা আছে ও ঐ স্থান এ দেশে কাথলিক খ্রীষ্টানদের একটি পুরাতন কেন্দ্র ছিল।

ইংরেজী ও ফরাসীর যা কিছু বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ইউরোপের অন্ত ভাষাগুলি এ বিষয়ে বেশ রক্ষণশীল।

১। a, e, i, o, u—accent বা ঝোঁক দিয়া উচ্চারিত হইলে, যথাক্রমে=আ, এ, ই, ও, উ।

২। a, e, o—মৃদু উচ্চারিত হইলে যথাক্রমে 'অ্য' (অর্থাৎ ইংরেজী 'her'এর eর মত), ই, উ। যেমন chuva=chúva=শু—ভ.া (বৃষ্টি); padre=পাদ্রি (পাদ্রি); vento=ভেন্তু (বাতাস); amamos=অ্য-মা-মুশ্ (ভালবাসি), amámos=অ্য—মা-মুশ্ (ভালবাসিয়াছি); desejóso=দি-জি.-ঝো.—জু. (ইচ্ছুক)।

৩। ai=আই; ahe (পদান্তস্থ)=আই; ei=এই; eu=এউ; ou=ওউ, উ; oi=ওই; ao (পদান্তস্থিত)=আউ: pão=পাঁউ (রুটী)।

৪। ca, co, cu=কা, কো, কু; ce, ci=সে, সি (s); ç=স (s)।

৫। ch=শ, য (লিসবনের ভাষায়)। প্রাচীন উচ্চারণ ছিল 'চ'*, এই উচ্চারণ উত্তর-পোর্টুগালের ত্রাস্-ওশ্-মন্তিশ্ (Tras-os-montes) প্রদেশে এখনও প্রচল আছে। ২০০ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ যখন 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' লেখা হইয়াছিল, তখন 'চ' ছিল, কি 'শ' হইয়া গিয়াছিল, জানিতে পারি নাই; তবে বাঙ্গালা 'চ' জানাইবার জন্ত chএর যেমন প্রয়োগ দেখা যায়, sও তেমনি পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গে তালব্য ও দন্ত্য উচ্চারণ দুইই বোধ হয় তখন চলিত ছিল এবং হয় ত তখনও দন্ত্য ts বা s জাতীয় উচ্চারণ তালব্য 'চ'কে একেবারে অপ্রচলন করিতে পারে নাই। এই সময়ে chএর উচ্চারণ 'চ'ই ছিল ধরিয়া লইতে পারা যায়।

৬। d=দ; f=ফ. (=ফারসী ف)।

৭। ga, go, gu=গ; gue, gue=গে, গি; gua, guo=গ্বা, গ্বো।
ge, gi=ঝে., ঝি.=ফরাসী j, ইংরেজী zh বা ফারসী ژ।

৮। h প্রায় সর্ব্বত্রই অনুচ্চারিত।

৯। j ফরাসীর মত=ঝ, zh,—z নয়। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে', বাঙ্গালা জ=z, ইংরেজীর মত jর ব্যবহার নাই।

১০। বিদেশী শব্দ ভিন্ন অন্যত্র kর ব্যবহার নাই।

১১। l=ল; lh=ল্য, কতকটা ল্অর মত;=স্পেনীয় ll, ইটালীয় gl.

১২। m=ম, যখন পদের আগে বা দুইটি স্বরের মাঝে থাকে। পদান্তস্থিত m=ঁ; bom=বোঁ (ভাল), um=উঁ (এক)।

১৩। n=ন; ইহার প্রয়োগ m এর মত; তবে পদান্তস্থিত n, যখন অনুনাসিক উচ্চারিত হয়, তখন ইহার রূপ ~ হইয়া যায়, ও চন্দ্রবিন্দুর মত এই চিহ্ন স্বরের মাথায়

* F. Diez—Grammaire des Langues romanes, vol. I., পৃঃ ৩৫৮।

বসে। ~ চিহ্নের পোর্টুগীস নাম 'তিল্' (til)। যেমন cão (=cano)=কাউ (কুকুর); Camoẽs (Camoens) কামোইঁশ্ (পোর্টুগালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির নাম)। pão=পাউ (অর্থে রুটী, বাঙ্গালায় পাউরুটী); botão=বোতাউ=বোতাও, বোতাম [ইংরেজী button 'ব্য-টন্' হইতে বাঙ্গালা শব্দ আসে নাই]। nh=ঞ, স্পেনীয় ñ, ইটালীয় ও ফরাসী gn; senhor=সেঞোর (মহাশয়)।

১৪। p=প।

১৫। q=ক; qua, quo=কুয়া, কুয়ো; que, qui=কে, কি।

১৬। r=র (বাঙ্গালার মত, ইংরেজীর মত ড়-ঘেঁষা র নহে)।

১৭। s=স; দুই স্বরের মধ্যে থাকিলে জ. (z) এর মত উচ্চারিত হয়। পদান্তস্থিত ও অক্ষরের (সিলেব্‌লের) শেষে s 'শ', এবং এই অবস্থায় ঘোষবর্ণ (b, d, g) ও mএর পূর্ব্বে থাকিলে ঝ. (zh) এর মত উচ্চারিত হয়। যেমন gostos=গোশ্‌তুশ্ (সুখ); esta=এশ্‌তা (আছে); pasmo=পাঝ্‌মু (আশ্চর্য্য); dezde=দেঝ্‌দি (তৎপর)।

১৮। t=ত (ট নহে); v=ভ., ব (ওঅ); w নাই।

১৯। x=সাধারণতঃ শ; কিন্তু ক্স্, স (s), জ (z) উচ্চারণও দেখা যায়।

২০। y বিরল, যেখানে মিলে, সেখানে=ই।

২১। z=জ.; কিন্তু luz=লুশ্ (আলো) cruz=ক্রুশ্।

এই বইতে রোমান অক্ষরে উপরে লেখা উচ্চারণ-মত বাঙ্গালা লেখা হইয়াছে। এখনও গোয়াতে ওই রকমের বানানে রোমান হরফে কোঙ্কণী ভাষা লেখে। এই ভাষায় ইহাদের খবরের কাগজ প্রভৃতিও বাহির হয়।

বাঙ্গালা বর্ণমালার অক্ষরগুলি 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' এইরূপ রূপান্তরিত হইয়াছে। এই বানানের নিয়ম বেশ বাঁধা-বাঁধির সঙ্গে সব জায়গায় পালিত হইয়াছে।

স্বরবর্ণ

১। **অ**। (ক) অ=প্রায় সর্ব্বত্রই o: যেমন debota (দেবতা), proloe (প্রলয়), orth (অর্থ), xotontro (স্বতন্ত্র, 'শতন্ত্র'), odibax (অধিবাস), poromexor (পরমেশ্বর)। ইহার কিছু কাল পূর্ব্বে ইউরোপে প্রকাশিত বাঙ্গালার ম্যাপে—Sirote (সিরটে=শ্রীহট্ট), Sornagam (স্বর্ণগ্রাম), Cospetir (গজপতি), Gouro (গৌড়), Mog-en (=মগ-দেশ) প্রভৃতি নাম দেখিয়া জানা যায় যে, বাঙ্গালা 'অ' ২৫০ বছর আগেও ইউরোপীয়দের কানে 'o'র মত লাগিত। কিন্তু বাঙ্গালা 'অ'কারের এই oর মত উচ্চারণ আরও পূর্ব্বে ছিল; পুরাতন বাঙ্গালা পুথিতে 'ও'কার 'আ'কারের অদল-বদল দেখা যায়।

অ কারের 'অ' উচ্চারণ এ দেশীয় ভাষাগুলির মধ্যে এক গোয়ানীজেই দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোথাও নয়। যেমন গোয়ানীজ sorop=সরপ (সর্প); chicol (চিকল, প্রাকৃতে চিখিল্ল)=পাঁক; udoc=জল, vinot=বিনতি, patoc=পাতক।

(খ) কিন্তু দুই চার জায়গায় 'অ'র প্রতিরূপ aও পাওয়া যায় ; এরূপ উদাহরণ কিন্তু খুব বিরল ; habilax (অভিলাষ), naroq (নরক), ziantà, zianta (জীয়ন্ত), raqhia (রক্ষা), tomara (তোমরা), laxcor (লস্কর) ।

(গ) আবার পূর্ব্ববঙ্গসুলভ 'অ'কার স্থানে 'উ'কারের প্রয়োগও দুএক স্থানে পাওয়া যায় ; অকার হইতে ওকার, এবং ওকার হইতে উ । xuhor (শুহর=শহর) ; bidhuba (বিধুবা=বিধবা) ; puxu (=পশু) ; munixie (মুনিষিয়ে=মনুষ্যে ; 'মুনিস' পশ্চিমবঙ্গে আছে বটে, কিন্তু এখানে এই কথাটি কলিকাতার 'মনিষ্যি'র রূপভেদ) ; xubhaie xubhai que doea core (সুভায়ে সুভাইকে দয়া করে=সবাই সবাইকে দয়া করে) । এ স্থলে পূর্ব্ববঙ্গের 'মুশয়', বঙ্গের অন্যত্র 'মোশাই, মশাই, মশায়' ; বুন্=বহিন্, ব'ন্, বোন্ প্রভৃতি পদ তুলিত হইতে পারে । [সংস্কৃত বক্ষঃ=চলিত বাঙ্গালা 'বুক' ; হলদ—হলুদ, আগণি হইতে আগুন, ছাঅনী হইতে ছাউনী, গণ হইতে গুণ প্রভৃতি অনেক কথায় 'অ' স্থানে আধুনিক বাঙ্গালায় 'উ' পাওয়া যায়] । 'ও'কার দ্রষ্টব্য ।

(ঘ) দুই চারি স্থলে যুক্তবর্ণের পর বাঙ্গালায় যেখানে অকার উচ্চারিত হয়, তাহা নির্দ্দেশ করা হয় নাই ; orth (অর্থ), xingh (সিংহ) ।

২ । **আ**=a ; পদের অন্তে অনেক স্থলে à ; bhat (ভাত), capor (কাপড়), noiracar (নৈরাকার, নিরাকার), paibe (পাইবে), taronà (তাড়না), corilà (করিলা), doeà (দয়া), cothà (কথা), buzhilàm (বুঝিলাম) । এই মাত্রা (accent) চিহ্ন দেওয়া à লিখিবার কারণ পোর্টুগীস বানান (২) এর সূত্র পড়িলে বুঝিতে পারা যাইবে ।

৩ । **ই, ঈ** । (ক) i : bocti (=ভক্তি), bettibar (ভেটিবার), xidhi (সিদ্ধি), bari (বাড়ী) । দুই এক জায়গায় কথার শেষে í পাওয়া যায়—deqhí (দেখি) ইত্যাদি ।

(খ) e, é ; খুব কম । (পোর্টুগীস উচ্চারণ (২) দ্রষ্টব্য) । padre (পাদ্রি), ebate (ইহাতে) ।

(গ) tthay (ঠাঁই)—এই শব্দে ই=y ।

৪ । **উ, ঊ** । (ক) =u : buzhila (বুঝিলা), crux (ক্রুশ), rup (রূপ), nirupon (নিরূপণ), du (দু) ।

(খ)=o (পোর্টুগীস উচ্চারণ (২) অনুসারে) : tomi (তুমি), xori, chori (চুরি, চোরী ?), boicontte (বৈকুণ্ঠে), gopto (গুপ্ত), bhoq (ভুখ), xoibar (শুইবার), xonia (শুনিয়া), boxto (বস্তু), xonilam (শুনিলাম), xondor (সুন্দর ; কলিকাতায় ছোট ছেলেরা 'শোন্দোর্' বলে) ।

৫ । **ঋ** । বাঙ্গালায় অক্ষরটির নাম 'রি' হইলেও ইহার নানা উচ্চারণ আছে । 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' ঋ-স্থানে re, ri, er, ir, or, ro এবং e—এতগুলি পাওয়া যায় । পাদ্রী সাহেব যে বাঙ্গালার উচ্চারণ কানে যেমন শুনিয়াছিলেন, তেমনি লিখিয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে

কোনও সন্দেহ নাই। crepa (কৃপা), obretha (অবৃথা=বৃথা), ('ব্রেত' বানানের মত), xrixtti (সৃষ্টি), omerto (অমৃত—কলিকাতার 'অমের্ত্তো' শুনা যায়), birdho (বৃদ্ধ), ghirna (ঘৃণা—ঘিরনা হইতে ঘিন্না, কলিকাতার 'ঘেন্না'), mirtica (মৃত্তিকা), porthibi (পৃথিবী), prothoqhie ('প্রথক্যে'—পৃথকে; 'প্রথক্যে' ১৮০৪ সালের বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা বাইবেলে আছে); tetio (তৃতীয়)। গোয়ানীসে 'ঋ'র জন্ত ur, ru ব্যবহার করে; ইহা মরাঠী উচ্চারণের অনুরূপ—curpa (কৃপা), druxtti (দৃষ্টি)।

৬। এ=e, é; é (মাত্রা দেওয়া) ব্যবহারের কারণ পোর্টুগীস উচ্চারণ (২) দ্রষ্টব্য। পোর্টুগীসে e=এ, এবং কতকটা 'অ্যা'-ঘেঁষা এ, ঠিক 'অ্যা' নয়—দুইই আছে। বাঙ্গালায় 'এ' কারের তিন প্রকার ধ্বনি শুনা যায়। কিন্তু এই বইতে কোনও পার্থক্য করিবার চেষ্টা হয় নাই। zeuo (যেন), etobar (এতবার), xorirer (শরীরের), cale (কালে), ebong (এবং), ehi (এই), lengra (লেঙ্গড়া)। বাঁকা 'এ'র উচ্চারণ সম্বন্ধে কিছু নিশ্চিত ভাবে জানিবার উপায় নাই; তবে বাঁকা এ ছিল; যেমন beca (বেঁকা=ব্যাঁকা=বাঁকা)। 'খেদাইয়া' লিখিবার জন্য এক স্থানে cadaia লেখা হইয়াছে; এখানে বোধ হয়, বাঁকা 'এ' a দ্বারা জানান হইয়াছে।

৭। ঐ=oi : boicontte (বৈকুণ্ঠে), noiracar (নৈরাকার), hoilo (হৈল, হইল)।

৮। ও। (ক)=o,ó : ghoxanio (গোসাঞি), xonó (শোনো), golam (গোলাম), tomare (তোমারে) ইত্যাদি।

(খ)=u : 'অ'কার দ্রষ্টব্য; nuq dia cazuaite (নুক [নখ] দিয়া খাজোয়াইতে) (খাওজাইতে=চুলকাইতে); xudhon (শোধন), zut (জোৎ, জ্যোতি), xuag (সোহাগ), muta (মোটা)। ওকার স্থলে 'উ' বাঙ্গালা পুঁথিতেও পাওয়া যায়।

৯। ঔ=ou : houq (হৌক), choudo (চৌদ্দ); choqui (চৌকী—এই শব্দে ঔ=o; হয় ত তখন 'চোকী' বলিত)।

ব্যঞ্জনবর্ণ

১০। ক। পদের আদিতে ও মধ্যে 'অ'কার, 'ও'কার, 'উ'কারের পূর্ব্বে থাকিলে ক=c; অন্তে থাকিলে q; que, qui=কে, কি। k নাই। এক Christ, Christiaõ (ক্রিস্তাঙ, ক্রিস্তান) শব্দে 'ক'এর স্থানে ch এর ব্যবহার; এটি লাটিন বানানের অনুকরণে। crepa (কৃপা), coina (কয়্না, কন্যা), xocol (সকল), tthacur (ঠাকুর), cotha (কথা); houq (হৌক্), eq (এক), noroq (নরক), thacuq (থাকুক্); queno (কেন), thaquia (থাকিয়া)। ohonqhar (অহঙ্কার); buq (বুক), কিন্তু buqhe (বুকে); দুই এক স্থলে এইরূপ ক=qhও দেখা যায়; 'বুখে' উচ্চারণ হইত কি? অর্থাৎ বক্ষঃ (বক্ষস্) শব্দের প্রাকৃত রূপ (বক্‌খ) তখন পুরাপুরি বাঙ্গা। (বুক) হইয়া যায় নাই কি? 'ক' স্থানে 'গ' এই এক জায়গায়

মিলে ; pag-porox (পাগ পরশ=পাকস্পর্শ)। পূর্ব্ববঙ্গের 'হগল' (সকল), ও বাঙ্গালা 'কাগ', 'বগ' তুলনীয়।

১১। খ=qh : zoqhon (যখন), qhoda (খোদা), qhaibar (খাইবার), xeqhane (সেখানে)। দুই এক স্থানে c, q : ooraq (খোরাক), calax (খালাস), cadaia (খেদাইয়া), cazuaite (খাজোয়াইতে, খাওজাইতে), racoal, raqoal, আবার raqhoal, rahoal (রাখোয়াল, রাখাল শব্দের পুরাণ রূপ) ; rahoal বানান পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালায় দুই স্বরের মধ্যস্থিত 'ক' বা 'খ'এর 'হ'এর মত উচ্চারণের অনুসারে।

১২। গ=g, কথায় আগে ; gu—'এ'কার ও 'ই'কারের আগে, এবং কদাচিৎ gh। guru (গুরু), golam (গোলাম), onugroho (অনুগ্রহ), goroz (গরজ) ; guelen (গেলেন), amardiguere (আমারদিগেরে), xorgue (স্বর্গে), xongue (সঙ্গে) ; aghe (আগে), ghoxanio (গোসাঞি)।

১৩। ঘ=gh ; কচিৎ g ; ghuchauq (ঘুচাউক্), ghirna (ঘৃণা), ghor (ঘর) ; gori (ঘড়ি)।

১৪। ঙ—ng ; (ঙ=ঙ্গ) ; ngh ; ngu ; xingh (সিংহ), angul (আঙ্গুল), gori tauguibar (ঘড়ি টাঙ্গিবার=টাঙ্গাইবার)। ওঅটর্স্ সাহেবের কাছে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ' বইয়ে christiaõ (=ক্রিস্তান) শব্দটি বাঙ্গালা হরফে 'কৃস্তাঙ' ছাপা দেখিয়াছি! õ=ঔঁ=ঙ ; পুরাণ বাঙ্গালায় 'ঙ'র উচ্চারণ 'ঁ' (=ঔঅ, উঅ) ছিল।

১৫। চ। (ক)=ch : uchit (উচিত), cholo (চল), totacho (তথাচ), ghuchilo (ঘুচিল), praohit (প্রাচিৎ=প্রায়শ্চিত্ত), chinia (চিনিয়া)।

(খ) s : sinio (চিহ্ন, 'চিন্ন'), sair (চার=চারি ; chairও পাওয়া যায়) ; xansa (সাঁচা), panse (পাঁচে), setona (চেতনা), sinta (চিন্তা)।

(গ) x (অর্থাৎ 'শ') : দুই এক জায়গায় মাত্র, অতি বিরল। xacri (চাকরী), xori (চুরি), banxilo (বাঁচিল)।

পূর্ব্ববঙ্গে 'চ'-কারের উচ্চারণ ২০০ বছর আগে কি ছিল—তালব্য অর্থাৎ ইংরেজী chএর মত, না দন্ত্য অর্থাৎ ts এর মত, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। দুই উপায়ে 'চ' নির্দ্দেশের চেষ্টা হইতে বুঝা যায় যে, দুই উচ্চারণই ছিল, তবে পোর্টুগীসে chএর উচ্চারণ এই সময়ে কি ছিল, তাহা জানিতে পারিলে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইত। s অপেক্ষা ch এর প্রয়োগ বেশী দেখা যায়, আবার একই কথা (যেমন চার) ch, s দুই দিয়াই লেখা পাওয়া যায়। 'চ'র জন্য x বোধ হয় ভুল করিয়া sএর বদলে লেখা হইয়াছিল। ফার্সী چاٹ گام 'চাত্গাম্' (চাটগাঁ), چاند راي 'চান্দ্ রায়' প্রভৃতি বানানে পূর্ব্ববঙ্গের নামে چ অর্থাৎ তালব্য 'চ'ই পাওয়া যায়।

১৬। ছ=s, ss, সর্ব্বত্রই। পশ্চিমবঙ্গেও এই উচ্চারণ পাওয়া যায়, তবে সাধারণ

নহে। হিন্দী শব্দের ষ (ঽ) জানাইবার জন্ত পুরাণ বাঙ্গালায়ও 'ছ' ব্যবহার হইত; 'ঐছন', 'জৈছন', 'আল্‌গোছে' প্রভৃতি পদ দেখিয়া ইহা বুঝা যায়। কিন্তু musalman এই পদের বাঙ্গালা রূপ 'মোছলমান' লেখার ফলে, কলিকাতা অঞ্চলে 'ছ'এর ঽ উচ্চারণ রীতি প্রবল না থাকায়, 'মোচোরমান্' এইরূপ শুনা যায়, ইহাকে 'সাধু' করিবার চেষ্টায় 'মুষল্-মান্'। saoal (ছাওয়াল), saria (ছাড়িয়া), assilo (আছিল), paiassilo (পাইয়াছিল), soee (ছয়ে), asse (আছে), casse (কাছে), bossor (বছর), xoiasso (সহিয়াছ)। কথার আদিতে ঽ, মধ্যে ঽঽ।

১৭। চ্ছ=ch, och ; icha, iccha (ইচ্ছা)। 'চ্ছ'র দন্ত্য উচ্চারণ কখনও হয় না। শ্রীযুক্ত মদনমোহন চৌধুরী, বি-এল মহাশয় পুরুলিয়া হইতে যে বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত বাঙ্গালা অক্ষরে তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে হিন্দী ছ পাছে বাঙ্গালায় ঽ হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে তিনি 'চ্ছ' ছাপাইয়াছেন।

১৮। জ, য=z : zaoa (যাওয়া), zigguiaxa (জিজ্ঞাসা), xurzier zut (সূর্য্যের জুৎ=জ্যোতি), carzio (কার্য্য), axchorzio (আশ্চর্য্য), zorom (জরম=জন্ম)। পোর্টুগীসে 'জ' ছিল না; jর ধ্বনি ছিল zh ; এই জন্ত কখনও j দিয়া 'জ' জানান হয় নাই। কেবল পোর্টুগীস নাম João (ঝোআউ=যোহন, জন্) বাঙ্গালা অংশে j দিয়া লিখিত হইয়াছে।

১৯। ঝ=zh : buzhan (বুঝান)।

২০। ঞ=খুব কম ; ni-, nio দ্বারা জানান হইয়াছে ; ghoxanio (গোসাঞি)।

২১। ট=tt, t ; বোধ হয়, যেখানে লেখক অনবধান হইয়াছিলেন, সেইখানেই কেবল একটা t লিখিয়াছেন। গোয়ানীজ ভাষায়ও সর্ব্বত্রই ট=tt, তদ্রূপ ড=dd। drixtti (দৃষ্টি), bettibar (ভেটিবার), chattilo (চাটিল), noxtto (নষ্ট) ; muta (মোটা), tanguibar (টাঙ্গিবার=টাঙ্গাইবার)।

২২। ঠ=tth ; tthacour (ঠাকুর), tthay (ঠাঁই), utthibar (উঠিবার)। 'ঠ' বেশী পাওয়া যায় না।

২৩। ড=dd ; ddaquite (ডাকিতে), ddacait (ডাকাইত), monddob (মণ্ডব, মণ্ডপ)।

২৪। ঢ পাই নাই ; ণ এর বাঙ্গালায় বর্ণমালা ছাড়া অন্তত্র অস্তিত্বই নাই। যেখানে বানানে আছে, সেখানে রোমান অক্ষরে n দ্বারা দেখান হইয়াছে। ইউরোপে আজকাল মূর্দ্ধণ্য বর্ণগুলি ফুটকি দেওয়া অক্ষরের সাহায্যে লেখা হয় ; ṭ, ṭh, ḍ, ḍh, ṇ, ṣ।

২৫। ত=t : hoite (হৈতে, হইতে), proti (প্রতি), tini (তিনি), hat (হাত) ; কচিৎ বোধ হয় ভুলক্রমে tt লেখা হইয়াছে।

২৬। থ=th ; t ; এবং tt : axtha (আস্থা), thaquilen (থাকিলেন), zothartho (যথার্থ), ath (হাথ, হাত) ; totacho (তথাচ), onat (অনাথ) ; axtta (আস্থা)।

২৭। দ=d ; dunia (দুনিয়া), drixtti (দৃষ্টি), amardiguer (আমারদিগের) ; কিন্তু xadha phul (সাদা ফুল), monddo (মন্দ)—এইরূপ দুই এক স্থানে dh ও dd লেখা হইয়াছে ; বোধ হয় অনবধানতার জন্য।

২৮। ধ=dh, d : bidhuba (বিধবা), xudhon (শোধন), xudhu (সুধু), moidhe (মধ্যে, মৈদ্ধে), badit (বাধিত), xondhe (সন্দেহ, 'ন্দ এর সঙ্গে 'হ' যোগে—তুং বিভা=বিবাহ), odibax (অধিবাস)।

২৯। দ্ধ=dh ; d ; xidhi (সিদ্ধি), xudha (শুদ্ধা), moidhe (=মদ্ধে, মৈধ্যে)।

৩০। ন=n ; সর্ব্বত্র। Nagori (নাগরী), sinta (চিন্তা), setona (চেতনা)।

৩১। প=p ; proti (প্রতি), zope (জপে) ; কিন্তু ophrad, oprad (অপরাধ), দুইই পাওয়া যায় ; এবং 'মণ্ডপ' স্থলে monddob !

৩২। ফ=ph : nophor (নফর), phol (ফল)। 'ফ'কে f দিয়া কোথাও জানান হয় নাই। আজকাল কিন্তু বাঙ্গালায় ফ (ph) এর f উচ্চারণ খুব শোনা যায়, এবং তাই Fani, Profullo, Fotik প্রভৃতি বানান অনেকে লেখেন। এই বইয়ে কেবল দুই একটী বিদেশী নামে f পাইয়াছি ; যেমন Francisco।

৩৩। ব=b : ক্বচিৎ bh ; bine (বিনে), dibà (দিবা), bhanaite (বানাইতে), xorbo (সর্ব্ব), xubhaie (সবাইয়ে—পুরাণ বাঙ্গালায় 'সভে'), bibhao (বিবাহ, 'বিভাও')।

৩৪। ভ=bh ; bও পাওয়া যায়। bhoq (ভুখ), bhaguio (ভাগ্য), bhalo (ভাল), bhut (ভূত), labh (লাভ), bhozona (ভজনা), bhocti, bocti (ভক্তি), bettibar (ভেটিবার), Baval (ভাওয়াল)। 'ভ'এর জন্য v ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু আজকাল Protiva (প্রতিভা), shova, sova (সভা), Vromor (ভ্রমর), Visma (ভীষ্ম), Shulov (সুলভ) Vandar (ভাণ্ডার) প্রভৃতি বানানের কারণ এই যে, ভাষায় মহাপ্রাণ (aspirate) 'ভ'এর spirant বা উষ্ম উচ্চারণ আসিয়া পড়িয়াছে ; ভ=bh (যেমন সভা='সব্‌হা')কে আমরা বহু স্থলে (অন্ততঃ দক্ষিণবঙ্গে) ইংরেজীর vএর সঙ্গে একই মনে করি। Government, Viceroy, Victoria প্রভৃতি হিন্দী ও গুজরাতীতে গবর্নমেণ্ট, বায়সরীয়, বিক্টোরিআ রূপে লেখে ; মরাঠীতে অন্তঃস্থ ব-এ হ-কার যোগ করে ; অর্থাৎ মরাঠীতে ৺হ (wh)=v ; কিন্তু বাঙ্গালায় 'ভ' লেখা হয়। এইরূপ 'ফ'এর f ও 'ভ'এর v উচ্চারণ এ দেশে খুবই সম্প্রতি আসিয়াছে, এবং 'ভদ্রলোক' শ্রেণীর ছেলেপিলেদের মুখেই বেশী শুনা যায়। অনেকে bh ভাল করিয়া জোর দিয়া বলিতেই পারে না ; একটী ছেলেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াইবার সময় 'সুধীভ্যাম্' কিছুতেই ঠিক উচ্চারণ করাইতে পারিলাম না ; যত বলি—[sud-hib-hyām], সে বলে, [s'u-dhiv-væm]--(æ=অ্যা)। বৃদ্ধ লোকেদের মধ্যে কেহ কেহ কিন্তু বাঙ্গালায় যে ভএর v উচ্চারণ আসিয়াছে, তাহা স্বীকার করেন না।

৩৫। ম=m ; poromo nirmol (পরম নির্ম্মল), dhorm (ধর্ম্ম), dibam (দিবাম্)।

৩৬। য়=e ; xomoe (সময়), hoe (হয়, হএ), soee (ছয়্এ, ছয়ে), hoen (হয়েন), doea (দয়া)। আগেকার বাঙ্গালায় প্রকৃতপক্ষে 'য়' [y] ছিল না ; syllable এর শেষে থাকিলে, এ-কারের মতই শুনাইত ; পুরাতন পুথিতে ও ছাপা বইয়ে 'হএ, লএ, হএন, সমএ' পাওয়া যায়। এখন কেবল 'অ' ও 'আ' এবং 'এ' ও 'অ্যা'র পরেই 'য়'-কারের অস্তিত্ব আছে ; যেমন হয়্, আয়্, মায়া, নীচেয়, দেয় ; অন্যত্র যে স্বরকে আশ্রয় করে, সেই স্বরেই লোপ পায়। 'য়ি' 'য়া' ='ই' 'আ'। বাঙ্গালায় যার [yār] (=বন্ধু), ইআর [iār] হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জার্ম্মান নাম Jacobi (যাকোবি) শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ভাষার প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই 'ইয়াকোবি' লিখিয়াছেন। 'য়ু' [yu] উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালী ছাড়া অপরের মুখে 'উ'। এই জন্য 'ইওরোপ ইউরোপ,' 'য়ুরোপ' অপেক্ষা খাঁটী বাঙ্গালা বানান।

loya—এই কথাটীতে যে y পাই, তাহা iএর বদলে ব্যবহৃত হইয়াছে ;=loia (লইয়া, লয়্যা)।

৩৭। র=r : rup (রূপ), tor (তোর), ghore (ঘরে)। দুই চারিটী পণ্ডিতী কথায় 'শুর্দ্ধ উচ্চারণ' করিবার জন্য বাঙ্গালায় যেমন অনাবশ্যক 'র' আসিয়া পড়ে (যেমন 'সাহার্য্য', 'চিন্তার্ণিত'), সেইরূপ রোমান বানানেও দুই এক স্থলে 'র'এর আগম আসিয়া গিয়াছে ; যেমন zirbha (জির্ভা=জিহ্বা), zormo, zormilen (জন্ম, জন্মিলেন) 'জর্ম্ম' রূপটী ধর্ম্ম, কর্ম্ম, চর্ম্ম প্রভৃতির সাদৃশ্যে ; ধম্ম, কম্ম, চম্ম প্রভৃতি প্রাকৃত রূপের মূল যদি রেফযুক্ত হয়, তাহা হইলে 'জম্ম'রও হইবে না কেন ? 'জরম'=জনম, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনেও আছে ; এই শব্দটি নূতন করিয়া তৈরী 'বর্ণচোরা' 'জর্ম্ম' শব্দের বিপ্রকর্ষণে জাত। (কিম্বা 'ন' স্থানে 'র' আসিয়া গিয়াছে ; 'নীলদর্পণের' তোরাপ মণ্ডলের 'কবিতা-নচন' মনে করাইয়া দেয়)।

৩৮। ল=l ; labh (লাভ), xocol (সকল), guelo (গেল)।

৩৯। ব=ওঅ, ওয় ; oa, v ; raqhoal (রাখোয়াল), Baval (ভাওয়াল)।

৪০। শ, ষ, স—তিনটীর উচ্চারণ শ = x ; xocol (সকল), xotro (শত্রু), xidhi (সিদ্ধি), xudha (শুদ্ধা), xex (শেষ)। পোর্টুগীস বানান অনুযায়ী orucer (=ক্রুসের) কথায় ce='সে' পাই। বাঙ্গালায় স্ত, স্থ, স্ন, শ্র স্র স্য প্রভৃতি স্থানে s উচ্চারণ আসে। কিন্তু সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হয় নাই। মাগধী প্রাকৃতে সর্ব্বত্রই শ ; স্ত, স্থ, স্র সবই শত, শ্থ, শ্র ; হয় ত স্ত স্থ প্রভৃতির s যুক্ত উচ্চারণ হালের। boxto (বস্ত), axtha (আস্থা), xtob (স্তব), xtan (স্থান), xirzon (সৃজন), xrixtti (সৃষ্টি), xaxtro (শাস্ত্র ; কিন্তু xastor—s দিয়া বানানও এক জায়গায় দেখিয়াছি)।

'চ' এর জন্য ch, s না হইয়া দুই তিন স্থানে যেমন x (শ) পাইয়াছি, সেই প্রকারে 'শ'-এর জন্য x এর বদলে ch লেখাও এক আধ জায়গায় পাইয়াছি ; যেমন tamacha (তামাশা)।

৪১। হ=h ; hoe (হয়), cohila (কহিলা), hate (হাতে), chahix (চাহিস্), taha (তাহা), ohonqhar (অহঙ্কার, অংখারে 'খ' আসে, সেই জন্য বোধ হয় দুই রূপের মধ্যে পড়িয়া 'অহঙ্কার' qh দিয়া)। পোর্টুগীসে h উচ্চারিত হয় না, তাই খালি পোর্টুগীস ধরণে বানান mahia, maiha (মাইয়া = মেয়ে), habilax (অভিলাষ) এ h আসিয়াছে। এইরূপ অনাবশ্যক 'h' দেওয়া বানান গোয়ানীজেও দুই একটী কথায় দেখিয়াছি: haz (হাজ = আজ), hostori (অস্তরী = স্ত্রী)। পূর্ব্ববঙ্গে আবার 'হ'এর উচ্চারণ অতি মৃদু ; অনেক স্থলে লুপ্তও হয় ; সেই কারণে ath (= হাত), anxite (হাঁসিতে, হাসিতে), xuag (সোহাগ) বানানও পাইয়াছি।

৪২। ড়=r,rr ; porrite (পড়িতে), tarona (তাড়না), boro (বড়), bari (বাড়ী), capor, caporr (কাপড়), eria (এড়িয়া)। 'ড়' এখন পূর্ব্ববঙ্গে শুনা যায় না। কিন্তু rr দিয়া ড় লিখিবার চেষ্টায় বুঝা যায় যে, 'ড়' তখন একেবারে সব জায়গায় 'র' হইয়া যায় নাই। 'ড়'এর ধ্বনি বিশেষ কোনও চিহ্ন না দিলে রোমান r অক্ষরের দ্বারা জানাইতে পারা যায় না ; ইংরেজী 'hard', 'arduous' এর rd' ছাড়া ইউরোপীয় কোনও ভাষায় 'ড়'এর কাছাকাছি ধ্বনি নাই।

৪৩। ং এর প্রয়োগ পাই নাই। ঁ র জায়গায় n ব্যবহার হইয়াছে : xansa (সাঁচা), panse (পাঁচে)। এই সকল শব্দে n দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্ববঙ্গে তখন অনু-নাসিক উচ্চারণ বিরল হয় নাই। ঃ পাই নাই।

৪৪। জ্ঞ=ggui : agguia (আজ্ঞা = আগ্‌গেআ), zigguiaxa (জিজ্ঞাসা = জিগ্‌-গেয়াসা)। জ্ঞ (= জ্‌ঞ)র পুরাণ উচ্চারণে অনুনাসিক আসিত না ; যেমন চলিত বাঙ্গালায় 'গেয়ান', হিন্দীতে গিয়ান ; যজ্ঞ (= য়জ্‌ঞ) বাঙ্গালায় মেয়েলী উচ্চারণে 'জোগ্‌গি', কোথাও বা 'জোগ্‌গিঁ'। সংযুক্ত বর্ণ 'জ্ঞ' এক তৎসম শব্দেই পাওয়া যায়, এবং এই 'গেয়া' বা 'গি' উচ্চারণ সাবেক কালের পণ্ডিতী বা 'তৎসম সদৃশ' উচ্চারণ ; আধুনিক শিক্ষিত উচ্চারণেই চন্দ্রবিন্দু আসে, 'গ্যাঁন্' 'জোগ্‌গোঁ' শুনিতে পাওয়া যায়। খাঁটী প্রাকৃত বা বাঙ্গালা (তদ্ভব) পদে জ্ঞ (গঁ, গেঁয়া) আসে না। প্রাকৃতে 'জ্ঞ'র রূপ হইতেছে 'ঞ্‌ঞ' বা 'ণ্ণ' ; বাঙ্গালায় তাহা 'য়' ও 'ন' হইয়া যায়। যেমন—'সজ্ঞানক' (সজ্‌ঞানক)—সঞ্‌ঞানঅ—সয়ানা, সেয়ানা ; অজ্ঞানিক—অণ্ণাণিঅ—আনাড়ী ; রাজ্ঞী—রণ্ণী—রাণী। 'জ্ঞ' যেখানে ভাষায় পাওয়া যায়, তাহা সংস্কৃতের প্রভাবে, এবং হালের সংস্কৃত উচ্চারণের গতি অনুসরণ করিয়া 'গঁ'র ধ্বনি লইয়াছে।

৪৫। য-ফলা=i ; ক্ষ ('খিয়')তে ও বাঙ্গালায় য-ফলা আসে বলিয়া ক্ষ=qhi ; xixio (শিষ্য), muuixio (মুনিষ্য, মনুষ্য), punio (পুণ্য) carzio (কার্য্য) ; roqhia (রক্ষা)।

'য'-ফলা বা 'ক্ষ'যুক্ত পদে যে 'য়' বা 'ই' আসে, তাহা, এবং ইকারান্ত অনেক খাঁটী বাঙ্গালা পদের 'ই', পশ্চিম বঙ্গে লুপ্ত হয়, কিন্তু নিজ অস্তিত্বের প্রমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী

স্বরধ্বনিকে বদলাইয়া দিয়া জানাইয়া যায় ; পূর্ব্ববঙ্গে এই 'ই' লুপ্ত হয় না, কিন্তু স্থান ত্যাগ করিয়া আশ্রিত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ব্বে আসে ও মৃদুভাবে উচ্চারিত হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় এই মৃদু 'ই'-কারকে [ৈ] এবং [ৗ] চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার উদ্ভাবিত এই চিহ্ন বাঙ্গালা বর্ণমালার পক্ষে চমৎকার হইয়াছে। যেমন কন্যা—[kanyā = কন্‌য়া], পশ্চিমের ভাষায় 'কোন্নে', [konné] পূর্ব্বে 'কৈন্না' [koinna] ; রাজ্য = রাজ্‌য় ; যথাক্রমে 'রাজ্জি, রাজ্জো', [rājjo] ও 'রাৈজ্‌জ'[rāizzo] ; রাত্রি—রত্তি—রাতি 'রাৎ', [rāt], 'রাৈৎ' [rait] ; হইল—'হোলো', 'হৈল' ; মধ্য, মধ্‌য়—'মোদ্ধো' [moddho] 'মৈদ্ধ' [moiddho]; কল্য—কল্লিং (প্রাকৃত); কল্লি—কালি—'কাল' 'কাল্'। অদ্য—অজ্জি—আজি—'আজ্' [āj], 'আৈজ্' [aiz] ; রক্ষা—রক্‌খ্যা—'রোক্‌খে' [rokkhe], 'রৈক্‌খা' [roik-kha ; লক্ষ—লক্‌খ্য—'লোক্‌খো', 'লৈক্‌খ'। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'ও পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণ বিষয়ে এই বিশেষত্ব পাই। যেমন ooina (কন্যা = কৈন্না), rait (রাতি—রাৈৎ), moidhe (মধ্যে—মৈদ্ধে), raizzo (রাজ্য—রাৈজ্‌জ), roiqha (রক্ষা - রৈক্‌খা), baix bia (বাসি বিয়া), obhaiguia ('অভাগ্যিয়া') প্রভৃতি। এই প্রকার বানানে দেখা যায় যে, দুশ' বছর পূর্ব্বেও পূর্ব্ববঙ্গে এই উচ্চারণ বিদ্যমান ছিল।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'এ বানান লইয়া কিছু আলোচনা করা গেল। পাঠকেরা দেখিবেন যে, ইহা হইতে বাঙ্গালা উচ্চারণের ইতিহাস উদ্ধার বিষয়ে আমরা কতটা সাহায্য পাইতে পারি। সমস্ত বইখানি বেশ ভাল করিয়া না পড়িয়া ইহার ভাষা, ব্যাকরণ ও শব্দাবলী (vocabulary) সম্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করা উচিত নয়, সে জন্য এ বিষয়ে হাত দিব না। তবে দু একটী জিনিষ যাহা চোখে পড়িয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার বিশেষত্বগুলি বানানে দেখিতে পাইলাম। বাক্যের (sentence)এর ঢঙেও 'বাঙ্গাল্যে ভাষা'র অনেক লক্ষণ পাওয়া যায় ; যেমন—aixo pola, tomi quetta ? (আইস পোলা, তুমি কেটা ?), tomi ni axthar nirupon zano ? (তুমি নি আস্থার নিরূপণ জান ?)। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচলিত শব্দের ও রূপভেদের ব্যবহারও আছে ; saoal (ছাওয়াল), mala (মাইয়া = মেয়ে), hoe (= হয়, হ' = হঁা), dibar lagui (দিবার লাগি = দিবার জন্য), xuhor (শুহর = শহর), cazuaite (খাওজাইতে = চুলকাইতে) ইত্যাদি। শব্দরূপে ও ক্রিয়াপদ-সাধনেও পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার বিশেষত্ব পাওয়া যায়। প্রথমা বিভক্তিতে 'এ'র ব্যবহার খুব সাধারণ ; mahiao punorbar zia utthilo (মাইয়ায়ে পুনর্ব্বার জীয়া উঠিল), saoaler matae proti raite saoaler upore xidhi crux coriassilo (ছাওয়ালের মাতাএ (মায়ে) ছাওয়ালের উপরে প্রতি রাতে সিদ্ধি ক্রুশ করিয়াছিল), xadhue eq crux bhanaia boner moidhe raqhilen (সাধুয়ে এক ক্রুশ বানাইয়া বনের মধ্যে রাখিলেন), chintit deqhia tahare xtrie zigguiaxilo (চিন্তিত দেখিয়া তাহারে স্ত্রীয়ে জিজ্ঞাসিল)। এই 'এ' প্রত্যয় বাঙ্গালায় এখন সাধারণতঃ আকারান্ত

শব্দের পরে বসে ও 'য়'রূপে লিখিত হয়; যেমন 'ঘোড়ায় ঘাস খায়', 'মায়ে ছেলেকে আদর করে', 'মায়ে ঝীয়ে'। অন্যত্র বাঙ্গালায় লোপ পাইয়াছে; অনেক স্থলে সপ্তমী বিভক্তির 'এ' ও 'তে' মিশিয়া গিয়াছে, প্রথমা বিভক্তিতে সপ্তমীর 'তে'ও আসিয়া পড়িয়াছে। (সপ্তমীর 'এ'= অপভ্রংশে অহঁ, হিঁ, প্রাকৃতে অম্মি, অম্‌হি ও সংস্কৃত=স্মিন্)। অসমিয়াতে 'বাবুয়ে'=বাবুতে; অসমিয়ায় এই 'এ' বিভক্তি জোরের সহিত এখনও চলিতেছে। দ্বিতীয়া বিভক্তিতে 'রে' এবং 'কে' দুই ব্যবহৃত হইয়াছে; tomare (তোমারে), bhutere (ভূতেরে), xocolque (সকলকে)। 'রে' ক্রমশঃ অপ্রচল হইয়া পড়িতেছে; কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে খুব পাওয়া যায়, কিন্তু আধুনিক গদ্যের ভাষায় 'কে'র চল বেশী। পঞ্চমী বিভক্তির hoite (হইতে) ও thaquia (থাকিয়া=থেকে) দুইই আছে। ক্রিয়াপদে dibam (দিবাম), buzhibam (বুঝিবাম), zaiba (যাইবা), cohila (কহিলা) corila (করিলা) প্রভৃতি পদও সাধারণ; bo (=ব, উত্তম পুরুষে),—be (বে—মধ্যম ও প্রথম পুরুষে), এবং le (লে—মধ্যম পুরুষে) প্রভৃতি রূপগুলিও আছে। বাঙ্গালা ভাষায় ক্রমবাচক সংখ্যার (ordinal number-এর) চল নাই বলিলেই হয়; হিন্দীতে যেমন পহিলা, দুস্‌রা, তিস্‌রা, চৌথা, বীস্‌বী, তীস্‌রী, একতীস্‌বী প্রভৃতি সংখ্যার চলন আছে, আজকালকার বাঙ্গালায় সেরূপ নাই। প্রতি পদেই বাঙ্গালাকে অসহায় অবস্থায় সংস্কৃতের আশ্রয় লইতে হয়; 'অষ্টচত্বারিংশত্তম, চতুরশীতিতম' প্রভৃতি দাঁত-ভাঙ্গা কথা ব্যবহার না করিলে যেন উপায় নাই। পুরাতন বাঙ্গালায় পহিল, দোয়জ, তেয়জ প্রভৃতি পদের চলন ছিল, এখনও কচিৎ দেখা যায়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। মাসের দিন গুণিতে পয়লা, দোসরা, তেসরা, চৌঠা প্রভৃতি যে পদ ব্যবহার করা হয়, তাহা হিন্দী হইতে লওয়া। এখন এক, দুই, তিন, চার প্রভৃতি সংখ্যায় 'এর' বা 'এ' বিভক্তি যোগ করিয়া খাঁটী বাঙ্গালা ক্রমসংখ্যা গড়িতে পারা যায়; যেমন একের, দুয়ের, বা সাতে, একত্রিশে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে' সংস্কৃত সংখ্যার জায়গায় বাঙ্গালা eque (একে) (prothom প্রথম ও পাওয়া যায়), duie (দুয়ে), tine (তিনে) saire (চারে), soee (ছয়ে) প্রভৃতি ক্রমসংখ্যাই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। এই বিষয়টী উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্ববঙ্গের দু'চারখানি পুরাতন পুথিতে যেরূপ 'কুমারী' স্থলে 'অকুমারী', 'বৃথা' স্থলে 'অব্রেথা', 'রঙ্গীন' অর্থে 'অরঙ্গা' পদ পাওয়া যায়, এই বইতেও সেইরূপ ocumari, obretha কথা পাইয়াছি।

বইখানির ভাষা মোটের উপর বেশ সরল, ঝরঝরে বাঙ্গালা; যে যুগে বাঙ্গালায় সহজ গদ্যের বই ছিল না বলিলেই হয়, সে যুগে একজন বিদেশীর হাত দিয়া এমন বাঙ্গালা বাহির হওয়া খুবই বাহাদুরীর কথা। গদ্যের ভাল বা মন্দ কোনও আদর্শ না পাওয়ায় ফিরিঙ্গী-ফিরিঙ্গী ভাব অনেক জায়গায় ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা কানে ততটা লাগে না। পোর্টুগীসের মূলঘেঁসা অনুবাদের চেষ্টায় এরূপ ঘটিয়া থাকিবে; যেমন ami christaö, poromexorer crepae (আমি ক্রিস্তান, পরমেশ্বরের কৃপায়); পোর্টুগীসে আছে sou christão, pela

graça de Dios; zeno pitar putro xorgue thaquia axilen prothibite; purux hoilen, ocumari Mariar udore; ar abar axiben mohaproloer din bichar corite zianta morar (যেন পিতার পুত্র স্বর্গে-থাকিয়া আসিলেন পৃথিবীতে; পুরুষ হইলেন, অকুমারী মারিয়ার উদরে; আর আবার আসিবেন মহাপ্রলয়ের দিন, বিচার করিতে জীয়ন্ত মরার)। কতকগুলি কথার মানে বুঝিতে পারি নাই; সেগুলি পূর্ব্ব-বাঙ্গালার ভাষার কথা হইতে পারে। পোর্টুগীস ভাষার কথাও আছে; espirito santo (এস্‌পিরিতু সান্ত='পবিত্র আত্মা'), baptismo ('বাপ্তিস্ম')। 'গির্জ্জা' (পোর্টুগীস egreja, লাটীন ecclesia) শব্দের জায়গায় কিন্তু dhormo-ghor (ধর্ম্মঘর) পাইয়াছি। ফারসী কথাও অনেক আছে। এই সকল অপ্রচলিত ও বিদেশী শব্দের তালিকা করিবার মত ভাল করিয়া সমস্ত বইটা আমার পড়া হইয়া উঠে নাই।

গোয়ানীজ ভাষা বাঙ্গালারই মত আর্য্যভাষা ও অনেক সংস্কৃত কথা দুইয়েতেই পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টার পূর্ব্বে পোর্টুগীসেরা গোয়ায় অনেক কাল ধরিয়া সেই কাজ করিতেছিলেন; গোয়ানীজেও বাইবেল এবং খ্রীষ্টানী উপাসনা-পদ্ধতিরও তর্জ্জমা হইয়াছিল; গোয়ানীজের প্রভাবে যে খ্রীষ্টানী কথার সংস্কৃত রূপ বাঙ্গালায় না আসিয়াছিল, তাহা নহে। যেমন paradise অর্থে boicontto (বৈকুণ্ঠ), গোয়ানীজে bovoimcut; heaven অর্থে বাঙ্গালায় xorgo (স্বর্গ), গোয়ানীজে sorg। এ বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইলে গোয়ানীজে একটু দখল চাই। কিন্তু অত করিয়া এই বই পড়িবার দরকার নাই। বাঙ্গালা ভাষার গদ্যের পুরাতন নমুনা ও রোমান অক্ষরে লেখার দরুন বাঙ্গালা উচ্চারণ-তত্ত্বের আলোচনার পক্ষে সাহায্য করে বলিয়াই বাঙ্গালা ভাষা যাহারা চর্চ্চা করেন, তাঁহাদের নিকট এই বইয়ের আদর হওয়া উচিত। এই বইয়ের পুনর্মুদ্রণ হওয়া উচিত; অন্ততঃ ইহার বাঙ্গালা অংশটুকু, রোমান অক্ষরে যেমন আছে, তেমনি ছাপাইতে পারিলে ভাল হয়। সাহিত্য-পরিষদের পরিচালকবর্গ এ বিষয়ে বিচার করিয়া দেখিবেন।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

তাপসী রওশন আরা

তাপসী রওশন আরার পুণ্যময় জীবনকাহিনী বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার নিকট উপস্থিত করিতেছি। এই পবিত্রহৃদয়া আবেদার পবিত্র সমাধি-মন্দির (রওজা শরীফ) বঙ্গদেশের ২৪ পরগণার অন্তর্গত বসিরহাট মহাকুমার মধ্যে কাথুলিয়া পরগণার তারাগুণিয়া গ্রামে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বের ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কিন্তু ইনি কে এবং কোথা হইতে কি প্রকারে তারাগুণিয়া গ্রামে আসিলেন, নিম্নে তাহাই প্রকাশ করিব।

১২৭৯ খৃষ্টাব্দে মক্কার জম্‌জম্ মহাল্লায় ইঁহার জন্ম হয়। এই বিদুষী মহিলার আসল নাম রওসন আরা, কিন্তু জনসমাজে ইনি রওশন বিবি নামে পরিচিতা। মহাত্মা সৈয়দ করিম উল্লার ঔরসে এবং বিদুষী ও ধর্ম্মশীলা মহিলা মেন্নত-উন্-নেসার গর্ভে এই প্রাতঃস্মরণীয়া আবেদা রওশন বিবির জন্ম হইয়াছিল। পুণ্যাত্মা সৈয়দ করিম উল্লার চারিটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম সন্তান, বঙ্গদেশের বিখ্যাত পীর হজরৎ সৈয়দ আব্বাছ আলি ওরফে গোরাচাঁদ শাহ। দ্বিতীয় তাপসী-শ্রেষ্ঠা সৈয়েদা রওশন আরা ওরফে রওশন বিবি। তৃতীয় সন্তান পুণ্যাত্মা সৈয়দ শাহাদৎ আলি এবং চতুর্থ সন্তান সৈয়েদা মেহের আরা। হজরৎ শাহ সৈয়দ আব্বাস আলী ব্যতীত, মহাত্মা সৈয়দ করিম উল্লার অপর তিন সন্তান, রাজর্ষি শাহ আলালের আশীর্ব্বাদে খোদা তায়ালার কৃপায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে পরিচয় আমরা গোরাচাঁদ শাহের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিতে প্রকাশ করিয়াছি।

১২৬৫ খৃষ্টাব্দে হজরৎ শাহ গোরাচাঁদ ওরফে সৈয়দ আব্বাস আলী জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বালাণ্ডা পরগণায় হাড়োয়া নামক গ্রামে, আজিও তাঁহার পবিত্র সমাধি-মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। গোরাচাঁদ শাহের জন্মের ১৪ বৎসর পর, অর্থাৎ ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে এই পুণ্যশীলা, তাপস-কুলশ্রেষ্ঠা বিদুষী তপস্বিনী ও চিরকৌমার্য্য-ব্রত অবলম্বনকারিণী আবেদা রওশন আরার জন্ম হয়। রওশন আরার জন্মের দুই বৎসর পর, ১২৮১ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ শাহাদাৎ আলীর এবং তাহার দুই বৎসর পরে ১২৮৩ খৃষ্টাব্দে সৈয়েদা মেহের আরার জন্ম হয়।

রওশন আরার হৃদয়ে বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মভাব জাগিয়াছিল এবং তিনি ঈশ্বরে ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই খোদা তায়ালার আরাধনা-উপাসনা ও নাম জপ করিতেন এবং কোরাণ শরীফ পাঠ (তলাওয়াৎ) করিতে ভাল বাসিতেন। সদা সত্য কথা কহিতেন, কখনও—কোন ক্রমেই তিনি মিথ্যা কহিতেন না; মিথ্যাবাদীদিগকে তিনি আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। এমন কি, তিনি বাল্যকালে দুষ্টপ্রকৃতির বালক-বালিকাদিগের সহিত "খেলা-ধূলা" করিতেও ভালবাসিতেন না। ১২৮৩ খৃষ্টাব্দে, পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার "হাতে খড়ি" হইয়াছিল। বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাঁহাকে যে মক্তবে দেওয়া হইয়াছিল, সেই

মক্তবের শিক্ষক (ওস্তাদ) সর্ব্বদাই বলিতেন,—"কালে এই কন্যা (রওশন আরা) আধ্যাত্মিক সাধনায় অসাধারণ উন্নতি লাভ করিবে।" রওশন আরার পরবর্ত্তী জীবনে, তাঁহার শিক্ষকের (ওস্তাদের) এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল।

ইসলাম ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে বালক-বালিকাদিগের "হাতেখড়ি" দিয়া প্রথমেই স্বর্গীয় গ্রন্থ কোরাণ শরীফ পাঠ করান হয়। সুতরাং রওশন আরার জন্যও যে এই নিয়ম পালন করা হইয়াছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। ১২৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসর কাল তিনি মক্তবে শিক্ষকের (ওস্তাদের) নিকট আরবী-সাহিত্য ও ব্যাকরণাদি পাঠ করিয়াছিলেন। ১২৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মক্তবে যাওয়া বন্ধ করেন এবং গৃহে বসিয়াই ভাষাতত্ত্ব, অলঙ্কার শাস্ত্র ও দর্শন-শাস্ত্রাদি বিবিধ গ্রন্থাবলী টীকা-টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা সহ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় ইমনের বিখ্যাত দরবেশ—শাহ আহমদ কবিরের অন্যতম প্রধান শিষ্য রাজর্ষি শাহ হাসানের নিকট তিনি মুরিদ (দীক্ষাগ্রহণ) হয়েন।

বিদুষী রওশন আরা অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন। সমস্ত মক্কা নগরে তাঁহার সৌন্দর্য্যের কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার উপর অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যা শিক্ষাও করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ও ধর্ম্মের অনুশীলনে তাঁহারা বিশেষ আগ্রহ থাকার সংবাদ পুষ্প-সৌরভের ন্যায় সমস্ত মক্কা নগরে ছড়াইয়া পড়ায়, মক্কার কোরেশ-বংশের অনেকেই তাঁহাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, মহাত্মা করিম উল্লার নিকট পয়গাম (প্রস্তাব) প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ দিকে সৈয়দ করিম উল্লাও ক্রমশঃ কন্যার বয়োবৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া, মনে মনে উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর একটি সদ্বংশজাত, সু-পাত্রের সন্ধানও পাওয়া গেল। কিন্তু ইসলাম শাস্ত্রের বিধানানুসারে, বয়স্থা কন্যার জন্য পাত্র স্থির করা ও বিবাহ দেওয়া, কন্যার বিনানুমতিতে হইতে পারে না; সে কারণ করিম উল্লা উক্ত বিবাহ সম্বন্ধে কন্যার মতামত জানিবার জন্য জনৈক আত্মীয়ার প্রতি ভারার্পণ করিয়াছিলেন।

এক দিন মধ্যাহ্নকালে যখন রওশন আরা তাঁহার উপাসনা-গৃহে বসিয়া, তন্ময়—তদ্গত হইয়া কোরাণ শরীফ তেলাওয়াৎ (পাঠ) করিতেছিলেন, সেই সময় উক্ত বৃদ্ধা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কোরাণ শরীফ তেলাওয়াৎ (পাঠ) শ্রবণ করিতে লাগিলেন। যথাসময় কোরাণ শরীফ পাঠ শেষ হইলে, রওশন আরা বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আপনি ত এরূপ সময় কখনও আইসেন না, অদ্য অসময়ে আগমন কি জন্য ?" উত্তরে বৃদ্ধা, বিবাহ সম্বন্ধীয় সকল কথা আনুপূর্ব্বিক রওশন আরাকে কহিলেন। রওশন আরা বৃদ্ধাকে কহিলেন,—"আমি এক জনকে হৃদয় দান করিয়াছি। যদি তাঁহার সহিত আমার বিবাহ দিতে পারেন, তবেই আমি বিবাহ করিব।" ইহা শুনিয়া বৃদ্ধা কৌতূহলপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"কাহাকে হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বর করিয়াছ, বল; আমরা তাহাকেই ধরিয়া আনিয়া, তোমার ঐ শূন্য সিংহাসনে বসাইয়া দিব।" এ কথা শুনিয়া রওশন আরা কহিলেন—